Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ড. খালিদ আবু শাদী-র
'ওয়া নাতাকাল হিজাব' বই অবলম্বনে

হিজাব আমার পরিচয়

জাকারিয়া মাসুদ

সমর্পণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি জাকারিয়া। জাকারিয়া মাসুদ। সত্যের আলোর সাথে পরিচিত হই ২০১১ সালে। লেখালিখির হাতেখড়ি ২০১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। সত্যের আলো থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, তা-ই ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থেকে লেখালিখিতে আসা। আমার প্রথম বই 'সংবিৎ', দ্বিতীয় বই 'ভ্রান্তিবিলাস', তৃতীয় বই 'তুমি ফিরবে বলে', চতুর্থ বই 'হিজাব আমার পরিচয়'। সহলেখক হিসেবে কাজ করেছি 'সত্যকথন', 'প্রত্যাবর্তন', 'গল্পগুলো অন্যরকম' বই দুটোতে। আর...

থাক না কিছু অজানা। আমাদের চারপাশে তো কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে, আমরা কি সবই জানি?

হিজাব আমার পরিচয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

০ ভূমিকা | ০৭

১ আত্মকথন | ০৮

২ কল্যাণকামী চিরসাথী | ১২

৩ হিজাব ≠ স্কার্ফ | ১৫

৪ পোশাক আমার, সিদ্ধান্তও আমার! | ২০

৫ ঈমানের অংশ, কোরো নাকো ধ্বংস | ২৪

৬ বেপর্দার কাঁটা জলদি হটা | ২৮

৭ কারণ যেথা যাব সেথা | ৪৮

৮ পথিক, পথ তো এইদিক | ৬০

৯ নূতন ভূষণে সাজো গো যতনে | ৬৯

১০ হিজাবের পাশে জান্নাত হাসে | ৭৪

১১ বিদায়কথন | ৮৫

১২ হিজাবের হিসাব | ৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূমিকা

আমি ছাপোষা মানুষ। ইয়া লম্বা ভূমিকা লিখে পাঠককে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। ভূমিকা যত ছোটো হয়, ততই ভালো। মূল আলোচনায় দ্রুত চলে যাওয়া যায়।

এই বইতে আমি তেমন কিছুই বলিনি। হিজাব নিজেই বলে গেছে তার অব্যক্ত কিছু কথা। রেখে গেছে কিছু প্রশ্ন, দিয়েছে কিছু উপদেশ। আমি কেবল সেই কথাগুলোকে লেখায় রূপ দিয়েছি, এই যা।

বইটা পড়ে যদি ভালো লাগে, তবে অবশ্যই লেখকের জন্যে দুআ করবেন। আর যদি ভালো না লাগে, তবুও দুআ করবেন। কারণ, দুআ করতে কোনো অপরাধ নেই।

আপনাদের ভাই,
জাকারিয়া মাসুদ
jakariamasud2016@gmail.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মকথন

আমি হিজাব। আসমানের ওপর থেকে আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আমি তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তোমার পরিচয়পত্র। না, কোনো জাতীয়তাবাদী আইডি কার্ড না। তোমার জীবন-দর্শনের পরিচয়পত্র। আমি তোমার পরিচ্ছন্ন সত্তার পরিচয় বহনকারী। মানুষকে তোমার মতাদর্শ ও তোমার চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অবহিত করি আমি। যে ব্যক্তি তোমার সাথে কথা বলতে চায়, তাকে শুধু তোমার চিন্তার দিকে তাকানোর নির্দেশ দিই। সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা থেকে আড়াল করে রাখি তোমায়। তোমার দেহসুষমা জানতে দিই না কাউকেই।

আমি হিজাব। বিস্তৃত দিগন্তে সগৌরবে উড়তে থাকা বিজয়-নিশান। আমি এক সুস্পষ্ট বার্তা। আমি বার্তা দিয়ে যাই ক্ষণে ক্ষণে। পলে পলে জানিয়ে যাই আল্লাহ-ভীতির কথা। তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে তাকওয়া, সদা জাগ্রত আছে আল্লাহর ভয়, আর তারই প্রকাশ ঘটবে আমাকে জড়ানোর মধ্য দিয়ে। আমাকে আপন করে নিলে তুমি নিজের ঈমানি পরিচয়কেই ধারণ করবে। ভেতরে ও বাইরে—সবদিক দিয়েই নিজের আদর্শ আঁকড়ে ধরার সুযোগ পাবে।

আমি একটি শ্যামল কানন। সুন্দর ফুল ও সুমিষ্ট সুবাসে মুখরিত বাগিচা। সুনিবিড় ছায়ায় ঢাকা আমার প্রাঙ্গণ। বিহঙ্গের কলকাকলিতে মুখরিত আমার আঙিনা। কিশলয়ে ছেয়ে আছে এই কুঞ্জের প্রতিটি গাছ। আমার প্রাঙ্গণে যে-ই প্রবেশ করে, তাকেই আমি ছায়াবীথিতলে স্থান দিই। আমার আঙিনায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিচরণের উপকারিতা যে অনুধাবন করতে পারে, তাকে আমি আমার মাঝে প্রবেশ করতে উদবুদ্ধ করি। তোমাকেও আহ্বান জানাচ্ছি। এসো, আমার সুবিশাল অঙ্গনে এসো। প্রজাপতির মতন একবার ঘুরে যাও আমার আঙিনা থেকে। নির্মল ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে যাও একটিবার। তোমার তৃষিত আকুল আঁখিকে একটু প্রশান্ত করে নাও।

আমি তোমার রক্ষাকবচ। তোমার সুরক্ষাধার। কিন্তু অন্যদের কাছে যদি আমার উপকারিতাগুলো না বলো, তা হলে আমি পরিণত হব নিতান্ত এক দায়সারা অভ্যাসে। আমি হয়ে যাব ভারী বোঝার মতো কিছু একটা। যা থেকে তুমি সারাক্ষণ পালাতে চাইবে। যার হাত থেকে বাঁচার জন্যে হাঁসফাঁস করবে। যাকে অবহেলা করতেও তুমি পিছপা হবে না। আমার শিষ্টাচার মানার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে পড়বে তুমি। তখন আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ব তোমার জীবনে। আল্লাহ আমাকে যে জন্যে আবশ্যক করেছেন, সে প্রভাবটা আর খাটাতে পারব না। বাড়িয়ে দিতে পারব না তোমার তাকওয়ার স্তর। পরিবর্তন আসবে না তোমার চালচলনে। আমি হয়ে যাব আত্মাবিহীন এক দেহ। অন্তঃসারশূন্য এক আকৃতি। মাথায় চাপিয়ে দেওয়া একটুকরো কাপড় ছাড়া আমাকে আর কিছুই মনে হবে না। দোহাই লাগে, আমাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করো।

আমি হিজাব। নারীজাতির জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা অমূল্য নিয়ামাতের একটি। অথচ তুমি কি আমায় বোঝা মনে করো? চেহারায় চাপিয়ে দেওয়া একটুকরো কাপড় মনে করো? হায়, কবে তোমার হুঁশ হবে! কবে তুমি আমার জন্যে শুকরিয়া আদায় করবে আল্লাহর কাছে? তুমি কি শোনোনি রবের বাণী?

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বাড়িয়ে দেব।"[১]

তবে কেন পর ভেবে বারবার দূরে ঠেলে দিচ্ছ আমায়? তোমার বেপর্দা চলাফেরা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। বেপর্দা চলাফেরার মানে হলো নিজেকে

[১] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উন্মুক্ত রাখা, অন্যের চোখের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করা, নিজের দেহকে পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া।

নারীদের সৌন্দর্য শুধু দেহেই না। এ সৌন্দর্যের আছে বাহারি রঙ, রকমারি ধারা। বাহারি পোশাক, আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি, মায়াময়ী হাসি, ডাগর চোখ—এ সবই পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। নারীর সাথে কথা বলা, হাসি-ঠাট্টা করা, তাকানো, নারীকণ্ঠ শোনা—এ সবই প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। আর এগুলোর প্রতিবন্ধক হলাম আমি। তাই তো আল্লাহ আমাকে তোমার পোশাক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আমাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন তোমার জন্যে।

আমি হিজাব। মাথায় ঝুলতে থাকা কোনো ত্যানা নই। আমি সেই রাজমুকুট, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। যেন গর্বের সাথে নিজের আদর্শিক পরিচয় নিয়ে চলতে পারো। যেন লজ্জাশীলতা দিয়ে পথ দেখাতে পারো বিশ্ববাসীকে। আমি নারীজাতির জন্যে মর্যাদার উপকরণ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু তোমরা আমায় বাজারের পণ্য বানিয়েছ। আমাকে ব্যবহার করছ অপকর্ম আড়াল করার ঢাল হিসেবে। আমাকে যথাযথ সম্মান দাওনি। তাই তো লোকে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ছেলে-ছোকরারা।

ইদানীং তোমরা বেপর্দা হওয়াকেই আধুনিকতা বানিয়েছ। তবে বেপর্দার বিষয়টা এখন আর হিজাবহীনা মেয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ না। বোরখা পরেও যদি কোনো মেয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করে, সেটাও পর্দার খেলাফ। নরম সুরে কথা বলা, পারফিউম মেখে বাইরে যাওয়া, শরীরের আকৃতি স্পষ্ট করে এমন বোরখা পরা, পুরুষদের সাথে হাসি-ঠাট্টায় জড়ানো—এগুলো সবই পর্দার খেলাফ। এগুলো পর্দাবিরোধী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা হিজাবের নাম দিয়ে চলছে। এ ধরনের অপকর্ম থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

প্রিয় সহযাত্রী, হঠকারিতা কোরো না আমার সাথে। বাজারের পণ্য বানিয়ো না আমাকে। আমি তোমার আবরণ। তোমার ইজ্জত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আমার সাথে। আমি ছাড়া তুমি বেআবরু, একা। আমি তোমার বন্ধু, পরম কল্যাণকামী। আমাকে হাসির পাত্রে পরিণত কোরো না। আমি মহান আল্লাহর অকাট্য বিধান। সালাত সাওমের মতো অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। আমাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না। দোহাই লাগে। সতর্ক হও। নয়তো কিয়ামাতের মাঠে তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব আল্লাহর আদালতে। আমি বলব, "ওগো ন্যায়বান আল্লাহ, এই মেয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতাকে খুশি করতে গিয়ে নানা কৌশলে আমাকে বিকৃত করেছে। মাথার ওপর চাপিয়ে রাখা কাপড়ের টুকরোকে হিজাব বলে আখ্যা দিয়েছে। ওগো আল্লাহ, তোমার বিধান বিকৃতকারীর বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করলাম। তুমিই এর বিচার করো।"

আমি হিজাব। আমি তোমার বড়ো বোনের মতো। তুমি আমাকে মনে করতে পারো সবচেয়ে ভালো বান্ধবী। এমন বান্ধবী, যে কিনা তোমার কল্যাণ কামনা করে। তোমাকে নিয়ে ভাবে। তুমি যেন দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তিতে থাকতে পারো, সেটা নিয়ে চিন্তাফিকির করে।

অনেকদিন থেকেই আমি তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছি। তুমি যেখানেই যাচ্ছ, আমি পিছুপিছু ছুটছি। তোমার বেপর্দা চলাফেরা দেখে অন্তরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। নিভৃতে চোখের জল ফেলছি তোমার জন্যে। বিশ্বাস করো, আমার চোখের সামনে তুমি যখন পরপুরুষের সাথে মোলাকাত করো, তখন বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আমার ইচ্ছে করে তোমাকে শাসন করতে। কিন্তু এক-পা এগোলে দু-পা পিছিয়ে যাই।

বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম তোমাকে কিছু বলব। কিন্তু ফুরসত পাচ্ছিলাম না। আজ সে সুযোগ এসেছে। প্রাণখুলে আজকে কিছু কথা শেয়ার করব তোমার সাথে। জানাব অভিমানী হৃদয়ের অব্যক্ত কিছু আকুতি।

তুমি আমার কথাগুলো হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা কোরো, কেমন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কল্যাণকামী চিরসাথী

বোন আমার, তোমার সাথে আমার দেখা হয়নি কখনও। কথাও হয়নি কোনোদিন। তবু কেন তোমাকে নিয়ে চিন্তিত, জানতে চাও?

আমি হিজাব। আমি মুসলিম। আর মুসলিম হিসেবে আমার কিছু দায়বদ্ধতা আছে। আমার রবের একটা আয়াতের কারণে আমি তোমার কাছে দায়বদ্ধ। আমার রব বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী—এরা সবাই পরস্পরের সহযোগী।"[২]

এ আয়াতের কারণে তোমার কল্যাণকামনা আমার জন্যে আবশ্যক হয়ে গেছে। আমি নিজের জন্যে যা ভালো মনে করি, তা তোমার জন্যেও করি। আমি যেমন রবের করুণা পাওয়ার আশা রাখি, তেমনি তোমার জন্যেও তা কামনা করি। আমি চাই না, বৈশ্বিক বেণিয়াদের খপ্পরে পড়ে তুমি ভোগ্যপণ্য হয়ে যাও। তোমাকে বাজারি বস্তু হিসেবে দেখতে আমি মোটেও প্রস্তুত নই। আমি তোমার কল্যাণ চাই। কেবল দুনিয়াবি কল্যাণ নয়, পরকালীন কল্যাণও। দু-জাহানেই তুমি সফল হও, সেটাই আমার চাওয়া। সে চাওয়া থেকেই অন্তরে জন্মেছে দায়বদ্ধতা। আর সে দায়বদ্ধতা থেকেই দু-চার কথা বলছি তোমার জন্যে। হয়তো কথাগুলো অখাদ্য মনে হতে পারে, তবুও একটু শোনো কষ্ট করে। ঠকবে না আশা করি।

[২] সূরা তাওবা, ০৯ : ৭১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমেই তোমাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। না, তোমার সালাত সাওমের জন্যে না। তুমি যে ভালো ভালো রান্না করতে পারো, সে জন্যেও না। অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমার আগ্রহের জন্যে। চরম জাহিলিয়াতের মধ্যে থেকেও তুমি যে হিজাব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছ, সে জন্যে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য তুমি। এটা হিদায়াতের পথে বড়োসড়ো একটা পদক্ষেপ।

তুমি যে পথে যাত্রা শুরু করেছ, সে পথে আরও অগ্রসর হও। হিজাবের উদ্দেশ্য বুঝে বুঝে, এর উপকারিতাগুলো জেনে জেনে সামনের দিকে এগোবে, এটাই কামা। এতে করে তোমার যাত্রাটা আরও সচল হবে। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগোতে পারবে সম্মুখ-পানে। বেলাশেষে পৌঁছে যাবে জান্নাতের অনাবিল ভুবনে।

আজকালকার অধিকাংশ নারীই হিজাবকে পোশাকের অংশ ভাবে না। একে চতুর্থ বিষয়ের মতো মনে করে। ওরা ভাবে, হিজাব পরা ভালো। তবে না পরলেও অসুবিধে নেই। একদল তো আর-একটু এগিয়ে গিয়ে বলে : 'মন যদি ফ্রেশ থাকে, তবে পোশাকে কী আসে যায়!' বেপর্দা মেয়েকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কবে থেকে হিজাব পরা শুরু করবে?' উত্তর দেয়, 'যখন হিজাব পরার মতো উপযুক্ত ঈমান হবে।'

আসলে তারা হিজাবকে অনাবশ্যকীয় পোশাক মনে করে। তারা ভাবে, এটা না পরেও ভালো থাকা যায়। এটা না পরেও বাইরে বেরোনো যায়। বিষয়টা সত্যিই দুঃখজনক। এটা আসলে অজ্ঞতার নিদর্শন। হিজাবের প্রকৃত হাকীকত না জানার কারণেই ওরা এমনটা বলে থাকে। ওদের কথা না হয় আপাতত বাদ দিলাম। কিন্তু স্টাইলিস্ট হিজাবিদের কথা বাদ দিই কীভাবে! মুসলিম-সমাজে ছড়িয়ে-পড়া ভয়ঙ্কর ফিতনা এইটি। কত নারী যে এই ফিতনার জালে আঁটকে গেছে, তার হিসেব কেবল আল্লাহই জানেন। ফ্যাশন হিজাবধারীরা দেধারছে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জির সাথে মাথায় ত্যানার মতো কিছু একটা জড়িয়ে কেতাদুরস্ত ভাবছে নিজেকে। এমনকি মাথায় ওড়না জড়িয়ে ছেলেবন্ধুর সাথে আনন্দভ্রমণে যাওয়া মেয়ের সংখ্যা নেহাত কম না। অনেকেই তো আবার জনসমক্ষে যুবকদের সাথে কোলাকুলি, ঘেঁষাঘেঁষি বা লজ্জাজনক অবস্থায় বসে থাকে বোরখা পরেই। এর চেয়ে জঘন্য কাজও অনেক নারী করে। জানো, সেইটা কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বোরখা পরেই হোলির দিনে রঙ ছিটানোর উৎসব পালন করে। পুজোর দিনে ঢোলের তালে তালে নৃত্য করে মুশরিকদের সাথে। বিজয় দশমীর নৌকোয় চড়ে প্রতিমা বিসর্জন দেয়। কাফিরদের সাথে আপত্তিকর অবস্থায় সেলফি উঠায়! এর চেয়ে লজ্জাজনক কাজ আর কী হতে পারে!

আচ্ছা, হিজাব কি নিতান্তই ফ্যাশন?

ঈমান-আকীদার সাথে হিজাবের কি কোনোই সম্পর্ক নেই?

হিজাব কি মুসলিম উম্মাহর জন্যে অবশ্যপালনীয় বিধান না?

আস্তে আস্তে এগুলোর উত্তর আমরা জানার চেষ্টা করব। তবে এর আগে জানব, 'হিজাব' বলতে মূলত কী বোঝায়। মাথা ঢাকার উপকরণের নামই কি হিজাব? নাকি হিজাবের বিধান অন্য কোনো কিছুকে নির্দেশ করে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজাব ≠ স্কার্ফ

নারীবাদীদের ধারণা হলো, হিজাব মানে মাথা ঢাকার একটুকরো কাপড়। সেটা আকর্ষণীয়, চোখ-ধাঁধানো কিংবা অমুসলিমদের অনুকরণে করা হলো কি না, এই ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই কোনো। যাচ্ছেতাই হলেই হলো। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমি জানি, তোমার মধ্যেও এই ধারণা কাজ করে। ইয়া লম্বা ত্যানা মাথায় পেঁচিয়ে উটের কুঁজের মতো বানাতে পারলেই হিজাবের বিধান আদায় হয়ে গেছে বলে মনে করো। অথচ এর দ্বারা তোমার দুইটা গুনাহ হয়েছে। প্রথমত, তুমি হিজাবের বিধানকে বিকৃত করেছ। দ্বিতীয়ত, তুমি জাহান্নামীদের মতো সেজেছ। যারা নিজেদের মাথাকে উটের কুঁজের মতো করে সাজায়, তারা জাহান্নামী। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

> "… যাদের মাথার খোপা হবে বুখতি উটের পিঠে দুলতে থাকা উঁচু কুঁজের মতন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"[৩]

চিন্তা করেছ, এই ধরনের সাজসজ্জা গ্রহণের পরিণাম কত ভয়াবহ! অথচ

[৩] মুসলিম, ২১২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটাই তোমার নিতিদিনের পোশাক। এটাকেই হিজাব বলে চালানোর চেষ্টা করো। এটাকে বড়োজোর স্কার্ফ বলা যেতে পারে। কিন্তু হিজাব নয়। হাত আমাদের দেহের একটা অংশ। কোনোভাবেই হাত মানে পুরো দেহ নয়। তেমনি স্কার্ফ হিজাবের একটি অংশ। এটা পরা মানেই হিজাবি হয়ে যাওয়া নয়।

একখণ্ড কাপড় মাথায় জড়ালেই হিজাবের নির্দেশ পালন হয়ে যায় না। হিজাব একটুকরো বস্ত্রের নাম নয়। বরং তা হলো নারী-পুরুষের মধ্যিকার এক **বিশেষ অবস্থার** নাম। যার দ্বারা একটি অন্তরাল তৈরি হয় দুজনার মধ্যে। মিটে যায় অবাধ মেলামেশা ও পাপাচারের রাস্তা। নারী-পুরুষের মধ্যে এ **হিজাব/আড়াল/অন্তরাল/পর্দা** কার্যকর করার জন্য বেশকিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন মাজীদে। এসব নির্দেশ মেনে চলার নামই হিজাব বা পর্দার বিধান পালন।

- নারীরা সাধারণত ঘরে থাকবে। বিনা প্রয়োজনে বাইরে বেরোবে না। কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলে, নিজেদেরকে **প্রদর্শন** করবে না জাহিলি যুগের মতো।[৪]
- গায়রে মাহরাম[৫] পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় **কোমল স্বরে** কথা বলবে না। কারণ এভাবে কথা বললে পরপুরুষের মন আকৃষ্ট হতে পারে। এ দিকটা খেয়াল রেখে ন্যায়সঙ্গত কথাবার্তা বলা যাবে।[৬]
- পুরুষরা নারীদের কাছে কিছু চাইলে সরাসরি চাইবে না। বরং উভয়ের মাঝখানে একটি **হিজাব বা অন্তরাল** থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো উভয়কে অশ্লীল চিন্তা থেকে পবিত্র রাখা।[৭]
- ঘরের বাইরে চলাফেরার সময় নারীরা একটি **জিলবাব বা বড়ো চাদর** দিয়ে নিজেদের পুরো দেহ ঢেকে রাখবে। যাতে বোঝা যায়—অশালীন জীবন-যাপনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে খারাপ চিন্তা

[৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩।

[৫] **নারীদের** জন্যে **মাহরাম** হলো : বাবা, ছেলে, ভাই, নানা, দাদা, দুধ ভাই, দুধ ছেলে, মামা, চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা, সৎ ছেলে, শ্বশুর, মেয়ের জামাতা। এর বাইরে যারা আছে, সবাই **গায়রে মাহরাম।**
পুরুষের জন্যে **মাহরাম** হলো : মা, মেয়ে, বোন, নানি, দাদি, দুধ মা, দুধ মেয়ে, খালা, ফুফু, ভাতিজি, ভাগ্নি, সৎ মা, শাশুড়ি, পুত্রবধূ। এর বাইরে যারা আছে, সবাই **গায়রে মাহরাম।**

[৬] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২।

[৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লালনকারীরা তাদের বিরক্ত করার সুযোগ পাবে না।[৮]

- **খিমার বা ওড়না** দিয়ে বুক ঢেকে রাখবে।[৯]
- নারী ও পুরুষ উভয়ে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখবে। কেননা, অন্তরকে পবিত্র রাখার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম এইটি।[১০]
- গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে নিজে থেকে প্রকাশ না করলেও যে সৌন্দর্য এমনিতেই প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন : দৈহিক উচ্চতা, বোরখার স্বাভাবিক রঙ ইত্যাদি) সেটির জন্য পাকড়াও করা হবে না।[১১]
- অন্যদের আকৃষ্ট করার জন্য পা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটবে না।[১২]
- নারী-পুরুষ সবাই নিজেদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করবে।[১৩]

কুরআন মাজীদে হিজাব বা পর্দার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ হিজাব মানে মাথায় একটুকরো কাপড় জড়ানো নয়। বরং পরিপূর্ণ পর্দা নিশ্চিত করা। নারী-পুরুষের মাঝখানে একটি অন্তরাল তৈরি করা। যাতে করে উভয়ের মন পরিচ্ছন্ন থাকে। একে অপরের দিকে আকৃষ্ট না হয়। ঘরের বাইরে পর্দার বৃহত্তর বিধান পালনের দুটি পোশাকি মাধ্যম হলো খিমার ও জিলবাব।

হিজাব বলতে কী বোঝায়, তা এখনও পরিষ্কার নয় তোমার কাছে। পর্দা বা হিজাব বলতে অবরোধপ্রথা বোঝো তুমি। তুমি মনে করো, অন্ধকুঠুরিতে নারীকে আবদ্ধ করে রাখার পুরুষালি কৌশল হলো পর্দা। নয়তো ভাবো, পর্দা করার জন্য বিশেষ কোনো পোশাকের প্রয়োজন নেই। মন ভালো তো সব ভালো।

বোন আমার, তোমার ধারণাগুলো ভুল। হিজাব শুধু পোশাকের কোনো আবরণ নয়। বরং সামগ্রিক একটি জীবনব্যবস্থা। একটি আদর্শের প্রতিফলন।

---

[৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯।
[৯] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।
[১০] সূরা নূর, ২৪ : ৩০, ৩১।
[১১] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।
[১২] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।
[১৩] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিষ্টাচারের পরিচায়ক। ইসলামি মূল্যবোধের আইডিকার্ড। নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি সমাজের সহিংস মনোভাব রোধ করার বিভিন্ন কৌশল রয়েছে এর মধ্যেই। হিজাব শব্দটা কেবল পোশাকি পর্দাকেই নির্দেশ করে না। এটি আসলে ব্যাপক অর্থ বহন করে। বিভিন্ন বিধানের বাস্তবায়নকেই মূলত হিজাব বলা হয়। নানান দিক এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন :

- যেসব কথা বা কাজ অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়, সেগুলো থেকে বিরত থাকা।
- অশ্লীলতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে শাস্তি প্রদান করা।
- সন্তানদেরকে সততার ওপর প্রতিপালন করা এবং অশ্লীল সকল কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।
- কারও বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়া এবং অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করা।
- নারী-পুরুষের শালীন পোশাক পরিধান করা।
- বিপরীত লিঙ্গের মধ্যিকার অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা।
- বিয়েকে সহজলভ্য করা। বালেগ ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া।
- দাম্পত্য-জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখা।[১৪]

এ সকল দিকের সমন্বয়েই হিজাব বা পর্দা পূর্ণতা পায়। মাথায় একটুখানি কাপড় জড়ানোকে হিজাব বলে চালিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিধানের সাথে প্রতারণা। এটা পশ্চিমাদের শেখানো হিজাব। যারা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে চায়, তারা মূলত গোমরাহিতে লিপ্ত। পর্দার বিধানকে বিকৃত করে অশ্লীলতার প্লাবনে সমাজকে যারা সয়লাব করে দিতে চায়, তাদের জন্যে ভয়ানক পরিণতি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"যারা চায় মুমিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য

[১৪] ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা, পৃষ্ঠা : ২৪৫-২৪৬; ইসলামে পর্দা, পৃষ্ঠা : ৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[১৫]

বোন আমার, হিজাবের বিধানকে বিকৃত করার আগে নতুন করে আবার ভাবো। মুসলিম দাবি করার পর নিজের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের কোরো না, যারা দ্বারা ঈমানের শেষ বিন্দুটুকুও বিলীন হয়ে যায়। তুমি তো ঈমানদার। তোমার মুখ দিয়ে কেন এমন কথা বেরোবে, যা আল্লাহর শত্রুদেরকে সন্তুষ্ট করে? কেন তুমি হিজাবের ধারণাকে বিকৃত করবে সমাজে?

মনে রেখো, হাজারটা বিড়াল মিলেও একটা সিংহের সমান হতে পারবে না। তুমি যত বড়ো কাপড়ই মাথায় প্যাঁচাও না কেন, ওটা কখনোই হিজাবের আওতায় আসবে না। হিজাব সেটাই, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যতই জোড়াতালি দিয়ে স্কার্ফকে হিজাব বানানোর চেষ্টা করো না কেন, কিচ্ছুটি আসে যায় না। তোমার ওই মনগড়া ব্যাখ্যার কানাকড়িও মূল্য নেই ইসলামে। মূল্য নেই উটের কুঁজের মতো করে বানানো মস্তক-পট্টির। এগুলো দিয়ে জান্নাত কামানোর স্বপ্ন দেখো না।

---

[১৫] সূরা নূর, ২৪ : ১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পোশাক আমার, সিদ্ধান্তও আমার!

তুমি কি আসলেই স্বাধীন? তোমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি তোমার মালিকানায়? তোমার প্রতিটা অঙ্গ দিয়ে মন যা চায়, তা-ই করতে পারবে? এর কোনো হিসাব হবে না? ব্যক্তিগতভাবে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন? যা ইচ্ছে হয়, পরতে পারবে?

কে শিখিয়ে দিল এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বুলি?

বুঝেছি, সেক্যুলারিজমের ভূত তোমার মাথাতেও চেপে বসেছে।

ইসলামে ফরজ বিধানগুলো অবশ্যপালনীয়। মুসলিম হতে গেলে অবশ্যই ফরজ হুকুম পালন করতে হবে। ইচ্ছে হলে মানবো, ইচ্ছে হলে ছেড়ে দেব, এমনটা করার সুযোগ নেই। আল্লাহর বান্দা হিসেবে ফরজ হুকুম মানতে আমরা সবাই বাধ্য। হিজাব তেমনি একটি ফরজ বিধান। এটা আমাদের ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নয়। আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে ইসলামে কিছু নেই। ইসলামে কেউই স্বাধীন নয়। অবলা গাছপালা কিংবা হিংস্র জানোয়ারও স্বাধীন নয়। সবাই একক হুকুমের অধীনে পরিচালিত হয়।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّـهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

"এখন কি এরা আল্লাহর আনুগত্যের পথ (আল্লাহর দ্বীন) ত্যাগ করে অন্য কোনো পথের সন্ধান করছে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম)। এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"[১৬]

[১৬] সূরা আ-ল ইমরান, ০৩ : ৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুমি, আমি, আমরা কেউই নিজের মালিক না। এমনকি আমাদের নবিজিও নিজেই নিজের মালিক নন। তিনিও রাজাধিরাজ আল্লাহর দাস। আমরা সকলেই মহান রবের মালিকানাধীন। হ্যাঁ, বাহ্যিকভাবে আমরা হয়তো কারও অধীনস্থ নই, কিন্তু ভেতরগত দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ অধীন। একজন নির্দিষ্ট সত্তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন পরিচালিত হয়। একজন মনিবের আনুগত্যের মধ্য দিয়েই কাজ করে যায় আমাদের শরীর। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে কোষের প্রতিটি উপাদান একজন সত্তার হুকুমেই তাদের কাজ চালু রাখে। কেউই আমরা স্বাধীন নই। স্বাধীন নয় আকাশে উড়ে-চলা পাখির ঝাঁকও।

আমরা চাইলেই নিজেদের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকতে পারব না। পারব না নিজেদের বয়স আটকে রাখতে। চিরযৌবন ধরে রাখার যত প্রয়াসই চালানো হোক না কেন, কোনো ফায়দা নেই। একদিন ঠিক আমাদেরকে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ, আমরা সবাই একজন মালিকের গোলাম। তাঁর ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার সাধ্যি আমাদের নেই। সবাই একজন রবের কর্তৃত্বের কাছে পুরোপুরি দায়বদ্ধ।

বোন আমার, তোমার দেহ-মন সবই তাঁর মালিকানায়। তারপরও তুমি নিজেকে তোমার শত্রুর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছ? তুমি তোমার শরীরে এমন এক কীটকে বিচরণ করতে দিচ্ছ, যা শরীরের স্রষ্টাকে ক্রোধান্বিত করে! শরীরটা যে জন্যে সৃষ্ট, তার বিপরীত কাজে তুমি ব্যবহার করছ!

তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ, এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহই এগুলো তোমার অধীন করে দিয়েছেন। এরা সবাই মুসলিম। তোমার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, ধমনি, শিরা-উপশিরা—সবই মুসলিম। তাই তো এরা প্রভুর আনুগত্যের মাধ্যমেই পরিচালিত হতে চায়। কিন্তু তুমিই এগুলোকে পাপাচারে অভ্যস্ত করছ। প্রতিটা অঙ্গের জন্যেই কিছু-না-কিছু বিধিনিষেধ আছে। হালাল হারামের বিষয় আছে। কিন্তু তুমি প্রভুর সাথে বিদ্রোহ করে এ অঙ্গগুলোকে ঠেলে দিচ্ছ অবাধ্যতার দিকে। ওদেরকে দিয়ে আল্লাহর হুকুম-বিরোধী কাজ করতে বাধ্য করছ। ওদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে ওদেরকে আল্লাহদ্রোহী বানাচ্ছ। তাই তো কল্যাণকর জিনিস দিয়ে উপকৃত হওয়ার সুযোগ থেকে আল্লাহ তোমায় বঞ্চিত করছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুমি এখন আর সত্যকে উপলব্ধি করতে পারো না। ভালো উপদেশ শুনলে উশখুশ উশখুশ লাগে। কুরআনের বাণী কানে এলে দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করে। সালাত আদায় করার কোনো উৎসাহই বোধ করো না। তোমার অবস্থা এখন যেন এমন :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং এদের চাইতেও নিকৃষ্ট। তারা চরম গাফিলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।"[১৭]

তুমি তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর প্রতিনিয়ত জুলুম করে যাচ্ছ। ওদেরকে বানিয়েছ পরপুরুষের ভোগ্যসামগ্রী। যেসব অঙ্গগুলো গায়রে মাহরামের কাছ থেকে আড়াল থাকতে চেয়েছিল, ওগুলোকেও উন্মুক্ত করে দিয়েছ রাস্তাঘাটে। অহর্নিশি তোমার দেহ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। চিৎকার করে বলছে, "হে আল্লাহ, এই পাপিষ্ঠ নারীর কাছ থেকে তুমি আমাদের হেফাজত করো। আমাদেরকে তুমি তোমার হুকুম মানার জন্যে আদেশ দিয়েছিলে, কিন্তু এই মেয়ে আমাদেরকে তা করতে দেয় না। তোমার হুকুমের বাইরে গিয়ে আমাদের দিয়ে সে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। পরপুরুষের সামনে আমরা কখনোই নিজেকে উন্মুক্ত করতে চাই না, কিন্তু এই নারী আমাদেরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমাদেরকে বানিয়েছে ভোগ্যপণ্য। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের বাঁচাও। আমাদের রক্ষা করো।"

দেহের এই আর্তনাদ হয়তো তোমার কানে পৌঁছোয় না, কিন্তু আহকামুল হাকিমীনের দরবারে ঠিকই পৌঁছে যায়। তিনি কিয়ামাতের দিন এর বিচার করবেন। সেদিন প্রতিটি কোষের বুকফাটা আর্তনাদের বদলা চুকাতে হবে তোমাকে। তোমারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার বিরুদ্ধে সেদিন মামলা দায়ের করবে। তুমি যেসব অপরাধ করেছ এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ, সে-সবের

---

[১৭] সূরা আ'রাফ, ০৭ : ১৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিরিস্তি তুলে ধরবে আল্লাহর সামনে। আজ হয়তো দেহ তোমার কথামতো চলছে, কিন্তু কিয়ামাতের দিন সে চলবে নিজের মতো। আজ ওরা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু বিচারের মাঠে ঠিকই সাক্ষ্য দেবে তোমার বিরুদ্ধে।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায়, যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"[১৮]

বোন আমার, যে চোখ দুটি দিয়ে তুমি নিষিদ্ধ সিনেমা দেখছ, ম্যাগাজিন পড়ছ, সেগুলো কি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত করতে চাও? যে কান দিয়ে গান-বাজনা শুনছ, সে কানে আগুনের মতো গরম পানি ঢেলে দেওয়া হোক এমনটা তুমি চাও? তুমি কি নিজের অঙ্গগুলো জাহান্নামের আগুনে ঝলসে দিতে চাও?

- তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার অধীনে। তুমি চাইলে এর থেকে মধু বের করতে পারো। চাইলে তেতো রসও বের করতে পারো। বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা তোমার।
- তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধবধবে সাদা কাপড়ের মতন। এ কাপড় যদি মাটির সাথে মিশিয়ে চলো তা হলে ময়লা হয়ে যাবে। যদি ঠিকমতো গুছিয়ে নাও তা হলে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবে।
- এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার চাবি। হয় সেটা দিয়ে জান্নাতের দরজা খুলবে নতুবা জাহান্নামের আগুনে পুড়বে।
- তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাল-কিয়ামাতে আল্লাহর প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। প্রতিটা প্রশ্নের জন্যে উত্তর প্রস্তুত করো।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও অন্তর—সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[১৯]

---

[১৮] সূরা নূর, ২৪ : ২৪।
[১৯] সূরা ইসরা, ১৭ : ৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের অংশ, কোরো নাকো ধ্বংস

আমি তোমাকে খোলামেলা কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নগুলো তোমার কাছে বেখাপ্পা লাগবে কি না, জানি না। তবুও করছি। আচ্ছা, রাস্তাঘাটে ছেলেদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা, ক্লাসের ফাঁকে তাদের সাথে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া, বোরখা পরে ছেলেবন্ধুর সাথে ঘুরতে যাওয়া, আধুনিকতার নামে নিজের সৌন্দর্য অন্যের সামনে প্রকাশ করা, অনলাইনে পরপুরুষের সাথে চ্যাট করা—এগুলোকে কি নির্লজ্জ কাজ বলে মনে হয়?

এগুলোর কোনো একটিতে জড়ানোর পরও লজ্জায় তোমার মুখ যদি লাল না হয়, তাহলে বুঝে নিয়ো—তোমার লজ্জাশীলতার বাঁধ ধসে পড়েছে। বেহায়াপনার স্রোতে তোমার ঈমানি দুর্গ ভেসে গেছে। পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি। খানিক বাদেই সব তলিয়ে যাবে বানের জলে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সবকিছু।

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ

"ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা আছে। লজ্জা তার বিশেষ একটি শাখা।"[২০]

তোমার কাছ থেকে যদি লজ্জাশীলতার গুণ উঠে যায়, তবে কী আর বাকি থাকবে বলো? ঈমানখাতায় শূন্য ছাড়া তো আর কোনো অঙ্কেরই দেখা পাবে না।

[২০] মুসলিম, ৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ

"লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের জায়গা হলো জান্নাত। নির্লজ্জতা ও অসভ্যতা হচ্ছে নিকৃষ্ট আচরণের অঙ্গ, আর নিকৃষ্ট আচরণের স্থান হলো জাহান্নাম।"[২১]

আমার মনে হয় না কিয়ামাতের দিন তুমি ঈমান ছাড়া আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও! কিন্তু এভাবেই যদি সব চলতে থাকে, তবে বোধহয় ঈমান ছাড়াই সাক্ষাৎ করতে হবে আল্লাহর সাথে। কিয়ামাতের ময়দানে গিয়ে দেখবে—তোমার আমলের খাতা নেকিশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তোমাকে কোন গন্তব্যে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হবে, আন্দাজ করতে পারো?

এসো, তোমাকে লজ্জাশীলতার গুণ দেখাই। একজন নারীকে কীভাবে লজ্জার ভূষণ আঁকড়ে ধরতে হয়, তার একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর লজ্জাশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত দেখো।

আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা যান, তখন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয়। এরপর মুসলিমদের খলীফা হন আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু। একসময় তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। নবিজির পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। এরপর খলীফা হন উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু। হায়াত শেষ হলে তাঁকেও আল্লাহ তাআলা নিয়ে যান দুনিয়া থেকে। উমরকেও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে দাফন করা হয়। যেদিন তাঁকে সেখানে দাফন করা হয়, সেদিন থেকেই উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা সতর্ক হয়ে যান।

তিনি বলেন, 'ইতিপূর্বে আমি আমার ঘরে কাপড় খুলতে লজ্জাবোধ করতাম না। ভাবতাম, এখানে আমার স্বামী আর বাবারই তো কবর। কিন্তু উমরকে তাদের সাথে দাফন করার পর থেকে আমি কখনোই এই ঘরে কাপড় খুলিনি। এই ঘরে উমরের কবর আছে—এই লজ্জায় সব সময় শরীরের সাথে কাপড়কে শক্ত করে বেঁধে রাখতাম!'[২২]

---

[২১] তিরমিযি, আস-সুনান, ২০০৯; হাসান সহীহ।
[২২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৫৬৬০; হাকিম, ৪৪০২, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুবহানাল্লাহ! দেখো, মুমিনদের মা আয়িশার লজ্জাশীলতার গুণ দেখো। আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা মৃতব্যক্তির সামনেও নিজেকে উন্মুক্ত করতে লজ্জাবোধ করতেন! আর আয়িশার সন্তানরা আজ জীবিতদের সামনে খোলামেলা পোশাকে চলাফেরা করছে! উমর-এর মতো দ্বীনদার ও তাকওয়াবান ব্যক্তির কবর দেখে আয়িশা পর্দা করতেন। আর আজ তুমি বেদ্বীন, বেহায়া ছেলেদের সামনে নিজের সবটা খুলে দিতেও লজ্জা পাও না! ছিঃ, কতটা নিচে নেমে গেছ তুমি। কতটা অধঃপতন হয়েছে তোমার। কিয়ামাতের দিন আয়িশাদের কাতারে কীভাবে দাঁড়াবে?

সকল অবস্থাতেই লজ্জার ভূষণ আঁকড়ে ধরতে হয়। লজ্জাশীল নারীকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ওই নারীর প্রশংসা করেছেন, যে কিনা লজ্জাবনত হয়ে মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

"বালিকাদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার নিকট এসে বলল, 'আপনি আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন, এর প্রতিদান দেওয়ার জন্যে আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন'।"[২৩]

আয়াতে 'ইস্‌তিহ্‌ইয়া' (اِسْتِحْيَاء) আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার দ্বারা অত্যধিক লজ্জাশীল গুণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মেয়ে লজ্জালু অবস্থায় এসেছে এবং লাজুকনয়নে হেঁটেছে। হাঁটার সময় সে কোমর নাচাচ্ছিল না। নিজের সৌন্দর্যও প্রকাশ করছিল না। চোখ নিচু করে খুব ভদ্রভাবে পা ফেলছিল মেয়েটি।

আয়াতে 'ইস্‌তিহ্‌ইয়া' শব্দটিকে 'ক্বালাত' এর সাথে اتصال অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া হয়েছে। তার মানে, কথাও বলেছে লাজুক ভঙ্গিমায়। সে কথা বলেছে নিচু লাজভরা কণ্ঠে। লজ্জার আরও প্রমাণ হলো, মূসা আলাইহিস সালাম-কে ডাকার ঘটনায় আহ্বানকারী হিসেবে সে নিজের পিতার কথা উল্লেখ করেছে। ডাকার কারণ হিসেবে পানি সংগ্রহ করে দেওয়ার প্রতিদান উল্লেখ করে

[২৩] সূরা ক্বাসাস, ২৮ : ২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিয়েছে। যেন তার কথায় কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় না থাকে। আসলে লজ্জাই মানুষের হাঁটাচলা ও আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তো এই মেয়ের কথাবার্তায় ও চালচলনে শিষ্টাচার ফুটে উঠেছে।

এ লজ্জাবোধের কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে তার কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত যত মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করবে, সবাই এই নারীকে স্মরণ করবে শ্রদ্ধাভরে। এ যেন তার সম্মানের চিরন্তন সাক্ষ্য। মানুষজন যুগ যুগ ধরে তা মনে করবে। যতবার সূরা কাসাস পড়বে, ততবারই এই লজ্জাবতী নারীর অনুপম চরিত্রের কথা স্মরণ করে পুলকিত হবে।

তোমার কি ইচ্ছে করে না, এমন মহিয়সী নারী হতে?

বোন আমার, তোমার অন্তর কি পাশ্চাত্যের দিকে ঝুঁকে আছে? নাকি বলিউডের নর্তকীরাই তোমার আদর্শ? কেন অ্যাঞ্জেলিনা জেলি কিংবা ক্যাটরিনার মতো পোশাক পরার ইচ্ছে জাগবে? এরা কে? এরা কি কেউ তোমার আদর্শ? এরা কি মুসলিম? কুফফারদের চালচলন কবে থেকে তোমার এত প্রিয় হয়ে গেল?!

কিয়ামাতের দিন যদি সত্যিই আয়িশাদের কাতারে ঠাঁই পেতে চাও, তবে উঠে এসো ওখান থেকে। জাহিলিয়াতের ধ্যান-ধারণা দূরে ঠেলে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকায় নিজের জায়গা করে নাও। এখনও সময় আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেপর্দার কাঁটা জলদি হটা

আমি হিজাব। আমি হলাম কুসুমাস্তীর্ণ পথ। যদি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, তবে সামনে শুধু কাঁটাযুক্ত পথেরই দেখা মিলবে। এ কাঁটাযুক্ত পথে চলতে থাকলে তোমার দুই পা রক্তাক্ত হবে। নিজের গাফিলতি ও প্রবৃত্তির টানের কারণে এ কাঁটার খোঁচা তুমি হয়তো উপলব্ধি করতে পারবে না। দুনিয়াতে হয়তো এর ব্যথা নিমিষেই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আখিরাতে এর বদলায় যে শাস্তি শুরু হবে, তা ফুরোবে না কখনও। পরপারের ব্যথা ক্রমান্বয়ে এত বাড়তে থাকবে যে, যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে একসময় তুমি অসহ্য হয়ে যাবে। কিন্তু করার কিছুই থাকবে না। তাই বড়ো বোন হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো, তোমাকে এই দুনিয়াবি কাঁটাগুলো দেখিয়ে দেওয়া। কারণ আমি তোমার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি। আমি চাই তুমি ফুলে-ঢাকা পথেই হাঁটো।

প্রথম কাঁটা : পাপ জমা করার অভ্যাস

আজ তুমি নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিচ্ছ অন্যের সামনে। নিজের পোশাক-আশাক নিয়ে গর্ব করছ। আর শরীরে দামি পারফিউমের সুগন্ধি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ এদিক-ওদিক। বালেগ হওয়ার পর থেকে শত শত বার সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে বেরিয়েছ। পারফিউম মেখে পুরুষকে আকৃষ্ট করেছ। বিশ্বাস করো, পর্দাহীন অবস্থায় যতক্ষণ বাইরে ছিলে, ততক্ষণ তোমার নামে গোনাহ লেখা হয়েছে। এবার হিসেব করে দেখো, কত শত পাপ জমা হয়েছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমলনামায়। আমি নিশ্চিত, তুমি গুনে তা শেষ করতে পারবে না। কয়টার হিসেব রাখবে? বেপর্দা চলাফেরা করাটা তো তোমার প্রতিদিনের অভ্যাস। যখনই বাইরে যাও, তখনই খোলামেলা পোশাক পরো। আঁটোসাঁটো কাপড় গায়ে দাও।

তুমি হয়তো জানোই না তোমার কারণে যুবকদের হৃদয়ে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে। কোনো যুবক হয়তো সালাত আদায়ের জন্যেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তোমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় তার অন্তরটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ফলে সে ঠিকভাবে সালাতে মনোযোগও দিতে পারেনি! কোনো কিশোর হয়তো চোখ নীচু করে পথ চলছিল। কিন্তু তোমার দেহের সুগন্ধি ওকে চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য করেছে। নিজের অজান্তেই তোমার সাথে তার চোখাচোখি হয়েছে। তোমার দিকে তাকানোর কারণে কত মানুষের অন্তর থেকে ঈমানি স্বাদ মুছে গেছে, তা কি তুমি জানো? তোমার কারণে কতজনের সময় নষ্ট হয়েছে, মন ভ্রষ্ট হয়েছে, দৃষ্টির খেয়ানত হয়েছে, তা কি তোমার জানা আছে? এর দায়-দায়িত্ব কি তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে?

তুমি বেপর্দা হও বলেই তোমার ছোটোবোনটাও বেপর্দায় চলার সাহস পেয়েছে। অন্যান্য নারীদের জন্যে বেপর্দায় চলার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছ। তোমার বান্ধবী হিজাব পরার কারণে ওকে যাচ্ছেতাই বলে উপহাস করেছ। তোমার নিজের গোনাহ যথেষ্ট মনে হয়নি, তাই বুঝি অন্যকেও গোনাহ করতে উৎসাহিত করেছ?

বোন আমার, একটিবার নিজের আমলনামার দিকে তাকাও। ওখানে যে অনবরত যিনার গোনাহ লেখা হচ্ছে। যতবার তুমি সুগন্ধি মেখে বাইরে বেরোচ্ছ, ততবারই লেখা হচ্ছে গোনাহ। যিনাকারীর তালিকায় তোমার নাম চলে যাচ্ছে। আর এভাবেই তুমি অশেষ পাপের চক্রে আবর্তিত হচ্ছ। একটু সতর্ক হও না!

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلٰى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"যে নারী সুগন্ধি মেখে বের হয় এবং কোনো সম্প্রদায়কে অতিক্রম করলে তারা তার সুবাস পায়, তা হলে সে হলো ব্যভিচারী।"[২৪]

[২৪] আবু দাউদ, ৪১৭৩; জালালুদ্দীন সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ২৯৫৬, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমার আমলনামা অনবরত পাপরাশি দিয়ে ভর্তি হচ্ছে। একবার দুবার নয়, হাজার হাজার বার তুমি আঁটোসাঁটো পোশাক পরে বাইরে বেরিয়েছ। লক্ষ লক্ষ বার পরপুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছ হিজাব ছাড়াই। তোয়াক্কাই করোনি পর্দার। এখনও অবস্থা ঠিক আগের মতোই। চলছে তো চলছেই...। এইভাবে অনেক গোনাহ জমা হয়ে গেছে হিসেব-খাতায়। প্রতিটি পাতায় লিখে রাখা হচ্ছে তোমার নষ্টামোর আখ্যান। পাপরাশি জমা হয়ে হয়ে আকাশের মেঘ ছুঁয়ে ফেলছে। বোন আমার, কিয়ামাতের দিন এত পাপের বোঝা বইবে কী করে!

দ্বিতীয় কাঁটা : আগুন জ্বালানো

বেপর্দা চলাফেরার কারণে যুবকরা তোমার দিকে তাকানোর সুযোগ পায়। তোমার সবচেয়ে সুন্দর রূপটা দেখে, যা শয়তান আরও সুশোভিত করে দেখায়। এর মাধ্যমে কল্পনার আগুনে ঘি ঢালার কাজ সম্পন্ন হয়। শয়তান নিজেই এ দায়িত্ব নেয়। মানুষজনের কাছে তোমাকে সবচেয়ে সুন্দরী হিসেবে চিত্রিত করে তোলে। তুমি কি শয়তানের হাতের পুতুল হতে চাও? তুমি কি ইবলীসের খেলার কার্ড হতে চাও? মনে রাখবে, নারীরা যতই সাজগোজ করবে পুরুষরা ততই আকৃষ্ট হবে। এই আকর্ষণ স্বভাবজাত। কোনো আইন এ আকর্ষণ রোধ করতে পারবে না। নারী-পুরুষের এই আকর্ষণ চিরন্তন।

ইবলীসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার বর্ণনা পাই আমরা। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

> "আমি আমার পরে পুরুষদের জন্যে নারীর থেকে ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।"[২৫]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথা থেকে আমরা বিষয়টা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারি। তিনি বলেন, "শয়তান কারও ব্যাপারে সব দিক থেকে হতাশ হলে নারীর মাধ্যমেই তার কাছে আসে!"

[২৫] বুখারি, ৫০৯৬; মুসলিম, ২৭৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দুজনার মধ্যে একটা অন্য রকম আকর্ষণ দিয়েছেন। তবে উভয়ের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এক পবিত্র প্রাচীর। সে প্রাচীরের একটা দরজা রয়েছে। যার বাইরের দিকে আছে রহমত, ভেতরে প্রশান্তি। দরজাটা হলো বিবাহ। যে ব্যক্তি রহমত ও মানসিক প্রশান্তি পেতে চায়, সে যেন এ দরজা দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করে। আর যে ব্যক্তি প্রাচীর টপকে ঢুকতে চায়, সে দুশ্চিন্তা, ব্যাধি, লাঞ্ছনা ও বিবেকের দংশনের শিকার হয়। মানসিক যন্ত্রণা তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। আর আখিরাতে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

তৃতীয় কাঁটা : শক্তি হ্রাস

জাতিকে গড়ার কারিগর হলে তোমরা। কিন্তু জাতি গঠনে ভূমিকা রাখার পরিবর্তে আজ জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। অথচ তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা মেধা দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহর দেওয়া শক্তিমত্তা কাজে লাগিয়ে তোমরাই জাতিকে এগিয়ে নিতে পারো। একটি জাতির উত্থান-পতনের হাতিয়ার যুবাদের মধ্যেই নিহিত থাকে। কিন্তু আজকালকার যুবক-যুবতীরা সর্বদা নিজের প্রবৃত্তির পিপাসা মেটাতে ব্যস্ত। অশ্লীল ওয়েবসাইট, চটি বই, ফ্রি মিক্সিং—তাদের কামনার আগুনে ঘি ঢালছে। ক্রমাগত সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তুলছে হিংস্র নেকড়েটিকে।

তুমি হয়তো বলবে, আমার অন্তরটা একদম ফ্রেশ। আর মন ফ্রেশ রেখে সবকিছু করা যায়।

ভুল, তোমার এই ধারণা আগাগোড়াই ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে রেখে বলতে পারবে, 'খেয়ো না?'

সুমিষ্ট ঝরনার সামনে দাঁড় করিয়ে কোনো পিপাসার্তকে কে বলতে পারবে, 'পান কোরো না?'

জামা-কাপড়ের দোকানে বিবস্ত্রকে প্রবেশ করিয়ে কে বলবে, 'যা ইচ্ছা দেখো,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু একটাও পরিধান করার স্বপ্ন দেখো না?'

প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমার জানা। কিন্তু তবুও তুমি বেখেয়াল।

বেপর্দা চলাফেরা, খোলামেলা ছবি, অশ্লীল সাহিত্য, কনসার্ট, ডালগার ভিডিয়ো—এসবের কোনোটিতেই তুমি অংশ নিতে পারো না। কারণ, এগুলোর মাধ্যমে ফিতনার সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আবার জ্বলে ওঠে। আর শয়তান এসে ক্রমাগত বাতাস দিতে থাকে এখানে। ফলে আগ্নেয়গিরি লাভা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। জ্বলতে থাকে গ্রামের-পর-গ্রাম। নগরের-পর-নগর। ধ্বংস হয় তিল তিল করে গড়া ওঠা সভ্যতা।

চতুর্থ কাঁটা : দুনিয়াবি শাস্তি

আল্লাহ তোমায় অগণিত নিয়ামাত দিয়ে রেখেছেন। প্রতিদিন নিয়ামাতের অথৈ সাগরে ডুবে থাকো তুমি। আল্লাহর নিয়ামাতগুলো অবিরত ধারায় নেমে আসছে দেখে মনে কোরো না, আল্লাহ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না। হতে পারে এগুলো বড়ো ধরনের কোনো শাস্তির পূর্বাভাস।

আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়ায় দু-প্রকার শাস্তি রেখেছেন। এক প্রকার শাস্তি হলো শারীআর শাস্তি, আরেকটি তাকদীরের শাস্তি। শারীআর শাস্তি হলো দণ্ডবিধি। যেমন : চুরির অপরাধের জন্যে হাত কাটা, ব্যভিচারের জন্যে চাবুকাঘাত বা প্রস্তর নিক্ষেপ, মিথ্যা অপবাদ দিলে বেত্রাঘাত ইত্যাদি। আর তাকদীরের শাস্তি হলো বান্দার ওপর আপতিত বিভিন্ন রকমের বিপদাপদ, যা বলে-কয়ে আসে না। হুটহাট চলে আসে। তাকদীরের শাস্তি শারীআর শাস্তি থেকেও ভয়াবহ। শারীআর দণ্ড তো শুধু অপরাধীর ওপরই কার্যকর হয়। কিন্তু তাকদীরের শাস্তি অপরাধী-সহ সবার ওপর নেমে আসে।

পাপকাজ গোপন থাকলে শুধু পাপীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু প্রকাশ্য পাপাচারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবাই। বেপর্দায় চলা প্রকাশ্য গোনাহগুলোর একটি। এ গোনাহের কারণে শুধু তুমিই পাপিষ্ঠ হচ্ছ না, তোমার কারণে আরও অনেক মানুষ জড়িয়ে যাচ্ছে পাপাচারে। ইসলামি শাসন না থাকায় হয়তো শারীআ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নির্ধারিত-শাস্তি থেকে বেঁচে যাচ্ছ। কিন্তু তাকদীরের শাস্তি থেকে বাঁচবে কী করে? যে-কোনো দিন সেটা তোমার ওপর নেমে আসবে। নিমিষেই তছনছ হয়ে যাবে সাজানো-গোছানো জীবনটা। তখন বুঝবে, আল্লাহদ্রোহী হওয়া কতটা ভয়ানক বিষয়।

পঞ্চম কাঁটা : আগুন আর আগুন

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَ كَذَا

"দু প্রকার জাহান্নামীকে আমি এখনও দেখিনি : ১) এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষজনকে প্রহার করবে। ২) পোশাক-পরিহিতা উলঙ্গ নারী, যারা পুরুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্টকারী এবং নিজেরাও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট; যাদের মাথার খোপা হবে বুখতি উটের পিঠে দুলতে থাকা উঁচু কুঁজের মতন, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"[২৬]

বোন আমার, এ হাদীসের মর্মার্থটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। প্রথমেই খেয়াল করো এই অংশটুকুর দিকে—**"পোশাক-পরিহিতা উলঙ্গ"**। এর অর্থ কী? পোশাক পরেও কি মানুষ উলঙ্গ হয়? পোশাক তো মানুষ লজ্জাস্থানকে আবৃত করার জন্যেই পরে। তবে এর মানে কী?

এর মানে হলো : কোনো নারী যদি এমন পোশাক পরে, যা তার শরীরের সাথে আঁটোসাঁটো হয়ে থাকে এবং শরীরের আকৃতি প্রকাশ করে দেয়, তা হলে সে যেন কিছুই পরল না। সে যেন উলঙ্গ। টাইট-ফিট জামা নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ

[২৬] মুসলিম, ২১২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে দেয়। দেহসুষমা পুরোটাই বোঝা যায় বাইরে থেকে। এই জন্যে বিবস্ত্র নারীর চেয়ে সে বেশি ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারী হলে তো মানুষ পাগল মনে করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আঁটোসাঁটো জামা-পরিহিতা নারীর দিকে মানুষ বারবার নজর বুলাবে। কামনার তির দিয়ে বিদ্ধ করবে তাকে। এমনকি যে বুড়ো শারীরিক যিনা করার সামর্থ্য রাখে না, সেও চোখের যিনা পুরোটাই পূর্ণ করে নেবে তাকিয়ে তাকিয়ে। আর এ জন্যেই ভেতর থেকে শরীর দেখা যায় এমন জামা পরলে, সে নিশ্চিতভাবেই পোশাক-পরিহিতা উলঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। শুধু তাই না, সে নগ্ন নারীর চেয়েও বেশি অপরাধী। কেননা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি প্রত্যেকের আকর্ষণ বেশি। আর পুরুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো পর্দার আড়ালে কী আছে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

নারীদেহের অবয়ব বোঝা যায়, এমন পোশাক পরা মানে আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন করা। মাথায় একটুকু কাপড় জড়িয়ে নিজেকে হিজাবি মনে করা আল্লাহর বিধানকে উপহাস করার শামিল। এটা মূলত আল্লাহর সাথে প্রতারণার অপচেষ্টা। এই ধরনের কাজ ইয়াহূদিরা করে থাকে।

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ بِأَدْنَى الْحِيَلِ

> "ইয়াহূদিরা যাতে লিপ্ত হয়েছে তোমরাও তাতে লিপ্ত হোয়ো না। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, সামান্য বাহানায় (ওদের মতো করে) তোমরা তা হালাল করে নিয়ো না।"[২৭]

আল্লাহর অনেক হারাম বিধানকে হালাল করে নিত ইয়াহূদিরা। মনগড়া ব্যাখ্যা আর কুযুক্তি দিয়ে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলত। তুমিও যদি একটুকরো কাপড় পেঁচিয়ে নিজেকে হিজাবি দাবি করো, তবে ইয়াহূদিদের সাথে তোমার পার্থক্য রইল কোথায়?

পর্দা কখনোই মাথা ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। টাইট-ফিট পোশাক গায়ে দিয়ে মাথায় খানিকটা কাপড় জড়ানোর নাম হিজাব না। ওটা নষ্টামো, ইতরামো,

[২৭] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৯/২৯; ইবনু কাসীর, ২/২৫৭, হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভণ্ডামো। এর মাধ্যমে তুমি ন্যাংটো বলেই সাব্যস্ত হবে। যদি 'পোশাক-পরিহিতা উলঙ্গ' নারী না হতে চাও, তবে অবশ্যই তাকওয়ার পোশাক পরতে হবে। আমাদের রব বলেছেন,

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

"আর তাকওয়ার পোশাক সর্বোত্তম।"[২৮]

তাকওয়া অর্জিত হবে অন্তরের পরিশুদ্ধি ও উত্তম পোশাকের মাধ্যমে। যে নারী আঁটোসাঁটো পোশাক পরে, তার মধ্যে তাকওয়া নেই। এই ধরনের পোশাক-পরা নারীরা কিয়ামাতের দিন কোনো সওয়াব পাবে না।

উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগলেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ!! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَ مِنَ الفِتَنِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! এই রাত্তিরে কত ফিতনা অবতীর্ণ হয়েছে! কতই না ধন-ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে! ঘরে-থাকা ঘুমন্ত নারীদের কে জাগাবে? এই দুনিয়াতে কতই না পোশাক-পরিহিতা আছে, যে কিনা আখিরাতে উলঙ্গ হবে!"[২৯]

হাদীসের কথাটা খেয়াল করো—"দুনিয়াতে কতই না পোশাক-পরিহিতা আছে যে কিনা আখিরাতে উলঙ্গ হবে।" হাদীসে 'কতই না' বলতে আধিক্য বোঝানো হয়েছে। তার মানে হলো, কিয়ামাতের দিন উলঙ্গ নারীর সংখ্যাই বেশি হবে। তবে এর মানে কিন্তু শরীর উলঙ্গ থাকা নয়। কেননা সেদিন সব মানুষই উন্মুক্ত অবস্থায় হাশরের ময়দানে দাঁড়াবে। এখানে উন্মুক্ত থাকার মানে হলো, সওয়াবের আবরণ না থাকা। বেপর্দা নারীদের বেহায়াপনা সেদিন প্রকাশিত হয়ে যাবে সবার সামনে। তাদের গায়ে নেকির কোনো আবরণ থাকবে না। সেদিন তারা সকল সৃষ্টির সামনে কলঙ্কিত বলে বিবেচিত হবে।

---

[২৮] সূরা আ'রাফ, ০৭ : ২৬।

[২৯] বুখারি, ৫৮৪৪, ১১৫, ১১২৬, ৩৫৯৯, ৬২১৮, ৭০৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা এই হাদীস বর্ণনা করার পর থেকে নারী সাহাবিরা পর্দার ব্যাপারে আরও সতর্ক হয়ে যান। কেননা জাহান্নামের আগুন যে কতটা ভয়াবহ, কতটা তীব্র—তা তাঁরা জানতেন। হিন্দ বিনতুল হারিস রদিয়াল্লাহু আনহা এই হাদীস শোনার পর থেকে জামার হাতায় বোতাম লাগিয়ে নিয়েছিলেন।[৩০] তিনি ভয় পেতেন—না জানি হাতার কাপড় ওপরে ওঠে যায়! এ ভয়ের কারণে তিনি হাতার বোতাম সব সময় লাগিয়ে রাখতেন, যেন শরীরের কোনো অংশই প্রকাশিত না হয়ে যায়। তিনি সর্বদা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, যেন দুনিয়ায় পোশাক-পরিহিতা কিন্তু আখিরাতে উলঙ্গ নারীদের কাতারে তাঁকে কখনোই শামিল হতে না হয়।

বোন আমার, নারী সাহাবিরা এতটা সর্তক ছিলেন পর্দার ব্যাপারে। তাঁরা তো তোমার পূর্বসূরি। তুমি তাঁদেরই অনুসারী। তাঁরা যদি এত এত সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন, তবে তুমি কেন পারবে না? কেন কান বন্ধ করে রাখবে?

তোমাকে আমি সতর্ক করছি। উত্তম বন্ধুর মতন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। তারপরও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ! আমি তোমায় জাহান্নামের লেলিহান শিখার ভয় দেখাচ্ছি, আর তুমি হাসছ? দোহাই লাগে, এভাবে নিজের বরবাদি ডেকে এনো না।

ষষ্ঠ কাঁটা : গোপন আযাব

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ...، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ كَفَاهَا مَؤُونَةَ الدُّنْيَا
فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ

"তিনজনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কোরো না।... (যাদের একজন হলো) এমন নারী, যার স্বামী তাকে জীবনযাপনের যাবতীয় খরচ দিয়ে দূরে কোথাও চলে গেছে। আর স্বামী চলে যাবার পরপরই সাজগোজ করে বেপর্দা হয়ে সে বাইরে বের হয়। এদের ব্যাপারে

[৩০] বুখারি, ৫৮৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিজ্ঞাসাই কোরো না।"[৩১]

নবিজি এদের সম্পর্কে ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন। যার জন্যে এদের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন। এই ধরনের লোকদের আযাব কতটা ভয়ানক হবে, সেটা জানাননি তিনি। মূলত আযাবের ধরন উল্লেখ না করার মাধ্যমে আযাবের তীব্রতা বোঝানো হয়েছে। এ যেন এমন-এক নববি সতর্কবার্তা, যা প্রতিটি মুমিন নারীর অন্তরে দাগ কাটবে।

বোন আমার, একটিবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো : কিয়ামাতের দিন কোন মুখ নিয়ে আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করব!

তুমি কি নবিজির কাছ থেকে হাউজে কাউসারের পানীয় পান করতে চাও না?

হাউজে কাউসার দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এক মাসের দূরত্ব সমান বড়ো হবে। দুই ধার সোনা দ্বারা নির্মিত হবে, প্রবাহিত হবে নীলকান্তমণি পাথরের ওপর দিয়ে। তার পানি হবে মধুর চেয়েও মিষ্টি, দুধের চেয়েও সাদা, বরফের চেয়েও শীতল। ঘ্রাণ হবে মিশকের চেয়েও সুগন্ধময়। পানপাত্রগুলো হবে আকাশের তারকারাজির চেয়েও বেশি উজ্জ্বল। যে ব্যক্তি ওখান থেকে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। আর যে সেখান থেকে বঞ্চিত হবে এরপরে সে আর কখনোই পরিতৃপ্ত হবে না।[৩২]

সেদিন সকল মানুষ জড়ো হবে হাউজে কাউসারের কাছে। সকলেই থাকবে পিপাসিত। পানি-পানি বলে চিৎকার করতে থাকবে লোকজন। ওই সময়টাতে নবিজি নিজ হাতে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন। তখন সবার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠবে। চারিদিকে শুধু আনন্দ আর সুখের অনুভূতি। আনন্দের আতিশয্যে চোখ বেয়ে নেমে আসবে প্রশান্তির অশ্রুধারা। এ তো সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, এটা তো বাস্তবায়িত হওয়া সেই স্বপ্ন, যার জন্যে ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

একে একে তোমার পর্ব আসবে। তৃষিত ঠোঁট এগিয়ে দিতে চাইবে হাউজে কাউসার থেকে সুপেয় পানি পান করার উদ্দেশ্যে। তখনই হঠাৎ করে

[৩১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৫১০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩১৮৮,২৩১৪৩, সহিহ।
[৩২] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩৬৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩৭৮৭, ৫১১৩, ১৯৮০৪; তিরমিযি, ৩৩৬১, সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফেরেশতারা দূরে সরিয়ে দেবে তোমায়! নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়ার সুরে বলবেন, "তাকে ছেড়ে দাও, তাকে ছেড়ে দাও। সে তো আমার উম্মত।" ফেরেশতারা বলবে, "মুহাম্মাদ, তোমার জানা নেই (তুমি চলে আসার পর) সে নতুন কী কী করেছিল।" সাথে সাথে নবিজির দয়া রূপান্তরিত হবে ক্রোধে। তিনি যে করুণা প্রকাশ করেছিলেন তোমার জন্যে, তা তীব্র কষ্টে রূপ নিবে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠবেন, "দূরে সরে যাও। দূরে সরে যাও। চলে যাও এখান থেকে। চলে যাও এখান থেকে।"[৩৩]

তোমার কি ভয় হয় না, নাকি আখিরাতকে তুমি বিশ্বাস করো না? নাকি নিজ সৌন্দর্যের অহংকারে আযাবের কথা ভুলেই গেছ? আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি অহংকার দেখিয়ে আমার কথাগুলো এড়িয়ে যাও, তা হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। নিজের মধ্যে লুকোনো মুনাফিকি স্বভাবের কারণে জাহান্নামের অতল তলে ঠাঁই হবে তোমার। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ

> "তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী হচ্ছে সৌন্দর্য প্রকাশকারী বেপর্দা, অহংকারী নারী। এরাই মুনাফিক নারী। সাদা ডানা-বিশিষ্ট কালো কাকের মতো এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৪]

অর্থাৎ এ প্রজাতির কাক যেমন বিরল, তেমনি বেপর্দা ও অহংকারী নারীরাও খুব সামান্য-সংখ্যকই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সপ্তম কাঁটা : শত্রুকে সহযোগিতার অপরাধ

ইয়াহুদিদের পরিকল্পনা হলো মুসলিমদের হাতেই ইসলামের ক্ষতি করা। ওরা শারীআর বিধানগুলো মূল্যহীন করে দিতে চায়। ইবাদাতের মধ্যিকার আত্মিক প্রশান্তি, চারিত্রিক উন্নতি, অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার যে শিক্ষা, তা যেন মুসলিমরা অনুধাবন করতে না পারে, সে জন্যেই কাজ করে যাচ্ছে ওরা।

[৩৩] বুখারি, ৬৫৮৩, ৬৫৮৪।
[৩৪] সুয়ুতি, আল-জামিউস সগীর, ৪০৭২; বাইহাকি, ১৩৮৬০; আলবানি, সহীহাহ, ১৮৪৯, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াহুদিরা চায় : সালাত হয়ে যাবে শুধুই ক্ষণিকের অঙ্গভঙ্গি। যার মাঝে কোনো আত্মিক সংস্পর্শ থাকবে না। সাওম হয়ে যাবে কেবল ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু জিহ্বাকে পাপাচার থেকে রক্ষা করা, দৃষ্টি সংযত রাখা, অশ্লীল জিনিস থেকে দূরে থাকা ইত্যাদির কোনো শিক্ষা থাকবে না। দান-সদাকার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি ও নিয়ামাতের শোকর আদায় করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। দান-সদাকা কেবল লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যেই করা হবে। আর হিজাব! সে তো রূপ-লাবণ্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে। সৌন্দর্য ঢাকা ও প্রবৃত্তি দমনের কোনো ভূমিকা থাকবে না হিজাবের মধ্যে। বরং কীভাবে লোকজনকে আকৃষ্ট করা যায়, সেই প্রচেষ্টাই জারি থাকবে। দিনে দিনে বোরখা হয়ে উঠবে অপরাধীদের ছদ্মবেশ।

তা হলে কী হচ্ছে বোন! তুমি কি নিজের অজান্তেই শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিয়ামক হয়ে যাচ্ছ না? তুমি কি ওদের হাতের পুতুল হয়ে যাচ্ছ না? তুমি কি নিজেকে হত্যা করার জন্যে শত্রুর হাতে ছুরি তুলে দিচ্ছ!

তুমি তো ভালো করেই জানো, ইয়াহুদিরা জাতি ধ্বংসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীর সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দিতে এরা বদ্ধ পরিকর। বানু কাইনুকা গোত্রের ঘটনা মনে নেই? এক মুসলিম নারী হিজাব পরিধান করে মদীনার বাজারে যাচ্ছিল। এক লম্পট ইয়াহুদি সেই নারীর হিজাব টেনে খুলে ফেলে। দেহ-সজ্জা উন্মুক্ত করে দেয় সবার সামনে। ইতিহাসে তারা বহুবার এমন ফিতনা ঘটিয়েছে, যার মাধ্যম ছিল নারী।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

> "তোমরা দুনিয়া থেকে দূরে থাকো এবং (বেগানা) নারীদের থেকেও দূরে থাকো। কেননা বানী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীঘটিত ব্যাপারে।"[৩৫]

শুধু ইয়াহুদিরাই হিজাবের আলো নিভিয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর না। বরং মানুষ ও জিনের মাঝে যত শয়তান আছে, তারাও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। প্রাচ্য

[৩৫] মুসলিম, ২৭৪২; আলবানি, আস-সহীহাহ, ৯১১, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও পাশ্চাত্য যৌথভাবে আক্রমণ করছে হিজাবকে। পাশ্চাত্যে প্রতিদিন হিজাব নিষিদ্ধ করার জন্যে দাবি পেশ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড-সহ অনেক দেশে তা নিষিদ্ধও করা হয়েছে।[৩৬] আর প্রাচ্যে মুসলিম নামধারী কিছু খবিস আল্লাহর এই বিধানকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে পর্দানশীন নারীদের নিয়ে। কেউ কেউ তো হিজাবকে বলে 'প্রগতির অন্তরায়'! কারও ভাষ্যমতে তা 'নারীর কাফন'! কেউ তো আবার সংবাদ সম্মেলনে একে 'জীবন্ত তাঁবু' বলে আখ্যা দেয়। আর বাহাত্তুরে কিছু মিডিয়া আছে, হিজাবি নারী দেখলেই যাদের গা জ্বালা করে। আজকালকার টকশোতে হিজাবকে তারা উপস্থাপন করে নারী-প্রগতির সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হিসেবে।

বোন আমার, পর্দার ভূমিকাটা একটু বুঝতে চেষ্টা করো। ইয়াহুদি আর তাদের দোসররা যে নিকৃষ্ট আদর্শ প্রচার করে, তার বিপরীতে আমি উত্তম জিনিসের দিকে তোমায় ডাকছি। তারা যে ফিতনা আর অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে, আমি চাচ্ছি তা সমূলে উৎপাটন করে দিতে। তোমার শত্রুরা কখনোই তোমার ভালো চায় না। ওরা তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিতে চায়। তোমার বোঝা উচিত, শত্রুরা যেসব জিনিস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ওঠেপড়ে লাগে, তা কখনোই তোমার জন্যে কল্যাণকর হবে না। হিজাব থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়াটা শত্রুর অনেক সুদূরপ্রসারী একটা পরিকল্পনা। আস্তে আস্তে তারা তোমার ঈমান কেড়ে নেবে। তাকওয়া ছিনিয়ে নেবে তোমার কাছ থেকে। তাই শক্ত করে হিজাবের বিধানকে আঁকড়ে ধরো। একেবারে দাঁত দিয়ে কামড়ে মজবুতভাবে ধরে রাখো, যেন ছুটে না যায়। হিজাবের বিধান যদি ছুটে যায়, তবে সবকিছুই একসময় হারিয়ে যাবে জীবন থেকে।

অষ্টম কাঁটা : পানির দরে হীরক দিলে

তুমি কীভাবে নিজের হিজাবটাকে এত কম দামে বিক্রি করে দিলে? আমি আশ্চর্য হই এ কথা চিন্তা করলে! হিজাব পরার পরও চালচলনে কোনো পরিবর্তন এল না তোমার। এখনও ছেলেদের সাথে সমানতালে ওঠাবসা

[৩৬] https://www.bbc.com/news/world-europe-13038095

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করো তুমি। অশ্লীল ভিডিয়ো দেখো। গান শোনো। তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন?

তুমি কি জানো না, তোমার এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ হিজাব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? কত যুবতী যে তোমার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আসমানি আবরণ খুলে ফেলেছে, তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? তুমি যখন বোরখা পরে পরপুরুষের সাথে আড্ডায় বসে যাচ্ছ, তখন অনেক বেপর্দা নারী নিজেকে তুলনা করছে তোমার সাথে। সে গর্ব করে বলছে, 'আমার স্বভাব-চরিত্র এই মেয়ের চেয়ে অনেক ভালো। আমি বেশি দ্বীনদার। আমার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক বেশি গভীর।' সে আরও বলতে থাকে, 'আসলে দ্বীনদারীর সাথে হিজাবের কোনো সম্পর্ক নেই। কত মেয়ে দেখলাম—হিজাব পরে ছেলেদের সাথে ওপেনলি চলাফেরা করে। ওদের চেয়ে আমি শতগুণে ভালো।'

কেন তুমি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ? একটিবারও ভাববে না, সতর্ক হবে না?

যেদিন থেকে হিজাব পরা শুরু করেছ, সেদিন থেকেই তুমি ইসলামের একটা প্রতীক বয়ে বেড়াচ্ছ। মানুষ তোমায় একটু অন্য নজরে দেখতে শুরু করেছে। নিজের অজান্তেই অনেক মানুষের সামনে মডেল হয়ে গেছ তুমি। তোমার থেকে যদি কোনো বিচ্যুতি প্রকাশ পায়, সেটা আসলেই অপ্রত্যাশিত। দাড়ি-টুপিওয়ালা কোনো লোককে যদি মানুষজন গানের তালে তালে নাচতে দেখে, তা হলে তাকে কী বলবে বলো?

বিনীত অনুরোধ করে আমি বলব, তুমি বেপর্দা নারীদের কাছে দ্বীনদারিতা ও লজ্জাশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করো। এমনভাবে চলাফেরা করো, যেন লোকজন তোমার থেকে লজ্জাশীলতার সবক নিতে পারে। নিজেকে কখনোই আর আট-দশটা সাধারণ নারীর মতো মনে করবে না। তুমি সাধারণ কোনো নারী নও। তোমার গায়ে আছে বোরখা, যা ইসলামি মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। তাই তোমাকে আরও সাবধানে পা ফেলতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবম কাঁটা : লজ্জার পোশাক খুলে নেওয়া

হিজাব দুই প্রকার : ১) দৃষ্টিকে দূরে সরানোর হিজাব। ২) দৃষ্টি আকর্ষণের হিজাব।

তোমার হিজাবটা কোন প্রকারের?

নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার সাধ প্রতিটা মেয়ের অন্তরেই লুকিয়ে আছে। তুমি যদি এই মানসিকতা নিয়েই হিজাব পরো যে, হিজাব পরলে তোমাকে আরও সুন্দর লাগবে, তবে আমি অনুরোধ করে বলব : এখানেই থেমে যাও। বন্ধ করো এই নাটকীয়তা। পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে হিজাব পরার কোনো মানেই হয় না! কারণ, কাল যদি হিজাবে তোমাকে সুন্দর না লাগে, তবে তো সেটা ছুড়ে ফেলে দেবে।

কে কানপড়া দিয়ে বলল যে হিজাব পরলেই শেষ! তুমি কি মনে করো, হিজাব পরলেই শয়তান যুদ্ধ থামিয়ে বিশ্রাম নেওয়া শুরু করবে! একটুকরো কাপড় মাথায় দিয়েই কি তুমি বেঁচে যাবে শয়তানের ইন্দ্রজাল থেকে?

না, বোন! হিজাব তো শুরু মাত্র। আত্মতুষ্টি ব্যক্তিকে তার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ থেকে অন্ধ করে রাখে। আর এই আত্মতুষ্টি গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রথম পর্যায় হলো হিজাব। এর মাধ্যমেই তুমি শয়তানি ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে পারবে। যতদিন তোমার জীবন আছে, ততদিন এ যুদ্ধ চলতেই থাকবে। যে শয়তান তোমার হিজাব দেখলেই খেপে যায়, সে তোমার লজ্জাশীলতার শেষবিন্দুটুকু খতম না করে শান্ত হবে না। সে যতদিন তোমার ঈমানকে ধূলিসাৎ করে না দিচ্ছে, ততদিন তার পরিকল্পনা চলতেই থাকবে। তাই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করো এবং সর্বদা সচল থাকো!

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ثُمَّ يُلْهِبُ فِيْهِ النَّارَ

"যে ব্যক্তি কোনো খ্যাতির পোশাক পরবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তাকে অনুরূপ পোশাক পরিয়ে জাহান্নামে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জ্বালিয়ে দেবেন।"[৩৭]

তিনি আরও বলেন,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

"যে ব্যক্তি খ্যাতির পোশাক পরবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।"[৩৮]

বোন আমার, নকশা-করা যে জামা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকা যে রেশমি জামা অন্তর কেড়ে নেয়, সেটাই তো খ্যাতির পোশাক। যেসব গয়নাগাটি শরীরকে সুশোভিত করে, যেসব কসমেটিক বহিরাবরণকে আকর্ষণীয় করে তোলে, সেগুলোর সবটাই খ্যাতির পোশাক। আর এগুলো নারীকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

এটা সত্য যে, ইসলাম তোমাকে চটের বস্তার মতন মোটা কাপড় পড়তে বাধ্য করেনি। সভ্য যে-কোনো পোশাকই তুমি পরতে পারবে বাড়িতে। কিন্তু এমন পোশাক কখনোই পরা যাবে না, যা ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে এসেছে। এমন পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করা যাবে না, যা মানুষের নজর কেড়ে নেয়। সিনেমার নায়িকাদের মতো কাপড়-চোপড় পরা যাবে না কখনও। শালীন পোশাক পরতে হবে, যা কখনোই অন্যদের আকৃষ্ট করে না। আর বাইরে বেরোনোর সময় অবশ্যই হিজাব দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে নিতে হবে। পুরো শরীর ঢাকা ছাড়া বাইরে বেরোনোর কথা কল্পনাও করা যাবে না।

দশম কাঁটা : নেকড়ের আক্রমণ

স্টাইলিস্ট হিজাব পরার ক্ষতিকর দিক হলো, এটি তোমার সুরক্ষাদ্বার ভেঙে দেয়। যার ফলে হিংস্র নেকড়ের দল আক্রমণ করা সুযোগ পায়। ক্ষুধার্ত বাঘের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তোমার ওপর।

আচ্ছা, তুমি কি ইচ্ছে করেই এমনটা করো? অন্যের কাছ থেকে 'নাইস',

[৩৭] আবু দাউদ, ৪০৩০; হাসান।
[৩৮] আবু দাউদ, ৪০২৯; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ৯৫৬০, ইবনু মাজাহ, ৩৬০৬, হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'অসাম', 'কিউট' শুনে মনজুড়ানোর জন্যে, কিংবা নিজের চেহারা দেখিয়ে পরপুরুষকে পাগল করার জন্যেই বেপর্দা হয়ে বাইরে বেরোও?

বোন আমার, বাইরের লোকজন তো তোমার স্বামী না। তবে কেন ওদেরকে দেখানোর জন্যে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছ?

তুমি শপিং মলে গেলেই সুন্দরভাবে সাজো। বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে দামিদামি অলঙ্কার পরো। পার্লারে গিয়ে মেইকআপ করো। আচ্ছা, সাজগোজ দেখানোর জন্যে পরপুরুষ ছাড়া আর কাউকে পেলে না? বাজারে যাওয়ার সময় না সাজলে কি জিনিস-পত্তরের দাম খুব বেশি রাখবে দোকানিরা? যে বাজারকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা বলেছেন,[৩৯] যে বাজারে শয়তান তার পতাকা তুলে উঁচু করে রাখে, যে বাজারে নারীলোভীরা লালায়িত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, সেই বাজারে যেতে সাজুগুজু...!

কোনো নেকড়ে যদি এমন মহিষ শিকার করে, যার কোনো রাখাল নেই, তবে কি পুরো দোষটা কেবল নেকড়ের? কেউ যদি খোলা ময়দানে গোশত রেখে আসে তারপর বিড়াল তা চুরি করে, তা হলে কি কেবল বিড়াল-ই অপরাধী?

আজ তুমি ইবলীসকে সাথী বানিয়েছ। সৃষ্টিকর্তার ফরজ বিধান খুলে ফেলেছ নিজের দেহ থেকে। অহংকারের পোশাক গায়ে দিয়ে তাতে এমন সুগন্ধি লাগিয়েছ যে, ঘ্রাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কত পুরুষ যে এর মাধ্যমে ফিতনায় পড়ছে, তা তো আল্লাহই ভালো জানেন। নেকড়ের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া কোনো বুদ্ধিমতী নারীর কাজ নয়। নেকড়েরা কিন্তু শিকারের জন্যেই সারাক্ষণ ওঁৎ পেতে বসে থাকে।

ওহে মহীয়সী খাদিজার অভিমানী মেয়ে! তুমি কেন বিষয়গুলো বুঝতে চাইবে না? হিজাব তোমাকে সুরক্ষিত হীরায় রূপান্তরিত করবে। এতে করে দুষ্ট লোকেরা তোমাতে ফিরেও তাকাবে না। আজেবাজে মানুষের হাত পৌঁছোবে না তোমার দিকে। তুমি কি দেখোনি—চুরি হয়ে যাবে এ ভয়ে দামি সম্পদ নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়? তুমি তো এই ধরায় মহামূল্যবান হীরের টুকরো। তবে কেন নিজেকে বিকিয়ে দেবে?

[৩৯] মুসলিম, ৬৭১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একাদশ কাঁটা : তোমার সালাত কবুল হবে না

একবার এক মহিলা শরীর থেকে তীব্র সুগন্ধ ছড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সাহাবি আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডেকে বললেন, 'প্রতাপশালী আল্লাহর বান্দী, তুমি কি মাসজিদে যাচ্ছ?' মহিলা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আর এ জন্যেই কি সুগন্ধি মেখেছ?' মহিলা উত্তর দিল, 'জি, হ্যাঁ।' আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ফিরে যাও। গোসল করো।' আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيحُهَا فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى
تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ

"কোনো মহিলা যদি মাসজিদের উদ্দেশ্যে (যাওয়ার সময়) সুগন্ধি লাগিয়ে বের হয়, তা হলে যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে এসে গোসল করছে, ততক্ষণ তার সালাত আল্লাহ কবুল করবেন না।"'[৪০]

একটু চিন্তা করো, মাসজিদের উদ্দেশ্যে বেরোলেও যদি সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম হয়, তা হলে শপিং মল, শিক্ষালয় কিংবা পার্কের কী হুকুম? মাসজিদের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বেরোলে যদি ইবাদাত কবুল না হয়, তা হলে যারা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে পারফিউম মাখে, তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা হবে?

বোন আমার, তুমি এমন কবীরা গুনাহে লিপ্ত, যা তোমার দৃষ্টিতে একেবারেই নগণ্য। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা পাহাড়সম। পারফিউমের সুবাস অনবরত তোমার শরীর থেকে আসতে থাকে। রাস্তার টোকাইগুলো সেই সুবাসে মাতোয়ারা হয়। আমি কি বলিনি, এই ধরনের নারীদেরকে আল্লাহর রাসূল কী উপাধি দিয়েছেন? একটু আগেই বলেছি। হাদীসের পরিভাষায় এরা হলো 'ব্যভিচারী'!

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

[৪০] আবূ দাঊদ, ৪১৭৪; ইবনু মাজাহ, ৪০০২, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"যে নারী সুগন্ধি মেখে বের হয় এবং কোনো সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে যেন তারা তার সুবাস পায়, তা হলে সে হলো ব্যভিচারী।"[৪১]

সুগন্ধি ব্যবহারকারী নারীর দিকে পুরুষরা কামনার দৃষ্টিতে তাকায়। এতে চোখের ব্যভিচার হয়। কখনও কখনও তাদের ভেতরকার সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে। ফলে তারা যৌনতার ফিতনায় পড়ে যায়।

দ্বাদশ কাঁটা : দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা

স্টাইলিস্ট হিজাবি নারী ভারি অদ্ভুত কিসিমের মানুষ। সে পুরোপুরি পর্দাও করে না, আবার আঁটোসাঁটো পোশাক ছাড়া বাইরেও বের হয় না। মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে উভয়পক্ষেরই মন জোগাতে চায়। তার এক চোখ থাকে জান্নাতের দিকে, আরেকটি জাহান্নামের দিকে। একদিকে সে হিজাব পরে নিজের রবকে খুশি করতে চায়। আবার স্টাইলিস্ট হিজাব গায়ে দিয়ে নিজের সৌন্দর্যও প্রকাশ করতে চায়। তাই বেপর্দা যে-কোনো মেয়ের মতোই তার স্টাইলিস্ট হিজাবও একই ফলাফল এনে দেয়। এর মাধ্যমে তার মুনাফিকি প্রকাশিত হয়ে যায়।

বোন আমার, তোমার ওই নামমাত্র হিজাব 'ফ্যাশন শো'-র মতো কিছু একটা হয়ে গেছে। ওই হিজাব পরে তুমি মূলত দেহ-প্রদর্শনীর এক নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যা তোমাকে আরও নীচুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন তোমার মুখ দিয়েও বেরোবে—'অন্তর পরিষ্কার থাকলে হিজাবের কোনো দরকার নেই।'

ত্রয়োদশ কাঁটা : হিজাব থেকে পালানো

হিজাব বলতে আমি শারীআ-সমর্থিত হিজাব বোঝাচ্ছি। মাথার ওপর আচ্ছাদিত কোনো কাপড়ের টুকরোকে হিজাব বলা হয় না। ওটার অন্য কোনো নাম দিয়ে নিয়ো। হিজাব অমন পোশাককেই বোঝায়, যা দিয়ে গায়রে

[৪১] আবু দাউদ, ৪১৭৩; সুয়ুতি, আল-জামিউস সগীর, ২৯৫৬, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাহরামের সামনে নিজেকে আবৃত রাখা যায়। এটা বোরখা, খিমার বা এই জাতীয় কোনো পোশাক হতে পারে।

আমি জানি, এই ধরনের হিজাবকে তুমি অপছন্দ করো। তাই তো বোরখা বা খিমার পরার কথা শুনলে ভুরু কুঁচকে যায়। তুমি কি আল্লাহর নাযিল-করা এই বিধানকে অপ্রয়োজনীয় মনে করো? এথেকে মুক্তি পেতে চাও?

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। ফলে আল্লাহ তাদের আমলসমূহ বরবাদ করে দেবেন।"[৪২]

বোন আমার, আমার ভয় হয়—শয়তান না-জানি তোমাকে পথভ্রষ্ট করে ফেলে। আল্লাহর দেওয়া অত্যাবশ্যকীয় বিধানকে না-জানি মুস্তাহাব বানিয়ে ছেড়ে দেয়। তখন তো প্রকৃত হিজাবের কথা শুনলে তুমি নাক সিটকাবে। বোঝা মনে হবে ইসলামি হিজাবকে। একদিন হয়তো পর্দার বিধানকেই আক্রমণ করে বসবে। আর এর ফলাফল তো জানোই... ধ্বংস, বরবাদি।

---

[৪২] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণ যেথা যাব সেথা

আমি খুঁজে খুঁজে এমন কিছু কারণ বের করেছি, যা তোমার মধ্যে আছে। এই সমস্যাগুলোর জন্যেই পরিপূর্ণ হিজাবের পথে আসতে গড়িমসি করছ। আমি আগে এই কারণগুলো আলোচনা করব। এরপর সমাধান জানিয়ে দেব ইন শা আল্লাহ। তা হলে চলো, আগে কারণগুলো জানার চেষ্টা করি।

১. সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা

পোশাক-আশাক, সৌন্দর্য, সাজুগুজুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া নারীত্বের বৈশিষ্ট্য। এটা দোষল অভ্যেস নয়। বরং এটা নারীত্বকে পূর্ণতা দেয়। এ ইচ্ছেকে দমন করার অধিকার আমাদের নেই। তবে এটাকে আমরা যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। শারঈ সীমার মধ্যেই যেন এই ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখলেই ঝামেলা চুকে যায়। নারী তার সবটা সৌন্দর্য স্বামীর সামনে প্রকাশ করবে। স্বামীর সামনে কোনো প্রকার পর্দার জরুরত নেই। স্বামী স্ত্রী একে অপরের পোশাক। একে অপরের আবরণ। আর মাহরামের সামনে, বান্ধবীর সামনে কিংবা অন্যান্য নারীর সামনে স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করাটা দোষের কিছু না। কিন্তু এই সীমা অতিক্রম করে গাইরে মাহরাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না।

২. আল্লাহকে না চেনা

আল্লাহ তাআলা সাজগোজের ক্ষেত্রে পুরুষদের ওপর তোমাকে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তোমার জন্যে সোনা ও রেশমি কাপড় হালাল করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এগুলো পুরুষদের জন্যে হারাম। এর মাধ্যমে তোমাকে সুযোগ দিয়েছেন তিনি।

জান্নাত তো তোমার পদতলেই। মা'র অধিকার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন একজন সাহাবি। নবিজি উত্তরে বলেছিলেন,

الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ

"তুমি তার পা আঁকড়ে ধরো। সেখানেই তো জান্নাত।"[৪৩]

যে ব্যক্তি তিনটা মেয়েকে লালন-পালন করবে, তার জন্যে জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে। তিনে সীমাবদ্ধ না, দুটো হলেও একই বিধান। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার তিনটি মেয়ে আছে সে যদি তাদেরকে আশ্রয় দেয়, অনুগ্রহ করে ও প্রতিপালন করে, তা হলে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব।" প্রশ্ন এল, 'আল্লাহর রাসূল, দুটো মেয়ে হলে?' তিনি বললেন, "দুটো মেয়ে হলেও (একই সওয়াব)।"[৪৪]

শুধু তাই না, তোমার নামে একটা সূরাই আছে 'সূরাতুন নিসা'। সেখানে নারীদের জন্যে অনেক বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে কিন্তু 'সূরাতুর রিজাল' অর্থাৎ 'পুরুষের সূরা' নামে কোনো অধ্যায় নেই। বিষয়টা কি খেয়াল করেছ কখনও?

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন একজন নারী। ইসলামের জন্যে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া প্রথম মহীয়সী ছিলেন একজন নারী। অত্যাচারের ভয়াবহ দিনগুলোতে রাসূলকে যিনি বুকে আগলে রেখেছিলেন, তিনিও ছিলেন একজন নারী। ইতিহাস তাঁকে খাদিজা নামে চেনে। রদিয়াল্লাহু আনহা। তোমার মতোই সুমাইয়্যা নামের একজন নারী ছিলেন, ইসলামের পথে যিনি সবার আগে শহীদ হয়েছিলেন।

এখন বলো বোন, এই যে এত মর্যাদা, এত সম্মান, এর বিপরীতে তুমি কী করছ? তুমি হয়তো খেয়াল করে থাকবে—একটা কুকুরের সাথে যদি ভালো

---

[৪৩] নাসাঈ, ৩১০৫; আলবানি, সহীহুল জামি', ১২৪৮; হাসান।

[৪৪] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, (৮৬৮৫), ৬/২৯০৬; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭৮; আলবানি, আস-সহীহাহ, ২৬৭৯; সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যবহার করা হয়, তা হলে সে কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুভক্ত হয়ে ওঠে। তা হলে বিবেকবান মানুষের প্রতি ভালো ব্যবহার করলেও কি কোনো ফলাফল আশা করা যায় না? আল্লাহর অগণিত নিয়ামাত তোমার মাঝে কী পরিবর্তন এনেছে? কী বদলা দিয়েছ আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের? আল্লাহকে না চেনার কারণে তাঁর ভয়ও তোমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আল্লাহকে যত চিনবে, ততই তোমার ভয় বাড়বে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জানি এবং তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।"[৪৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।"[৪৬]

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলাকে তাঁরাই ভয় করে, যারা জ্ঞানী। কেননা তাঁকে যত বেশি জানা যাবে, তাঁর প্রতি ভয়ও ততই বাড়বে। বেপর্দার অন্যতম কারণ হলো আল্লাহকে না চেনা। আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নিয়ামাত ও অশেষ অনুগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করলে কখনোই তাঁকে চেনা যাবে না।

তুমি কি সত্যিই আল্লাহকে চিনতে পেরেছ? আসলে তুমি আল্লাহকে কতটুকু চিনেছ সেটা নির্ভর করবে তোমার চালচলনের ওপর। তোমার হিজাবের ওপর। তুমি যতখানি পর্দা করে চলবে, তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয়ও ততখানি আছে বলে বিবেচ্য হবে।

বোন আমার, আমরা যদি সত্যিই আমাদের প্রিয়জনকে চিনতাম, তা হলে কখনোই তাঁকে ছেড়ে যেতাম না। যদি তাঁর সাথে একান্ত সময় কাটাতে

[৪৫] মুসলিম, ১৭৮১।
[৪৬] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারতাম, তবে সীমাহীন আনন্দ বয়ে যেত আমাদের জীবনে। তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহকে অনুভব করতে পারলে, মানসিক অশান্তি আক্রান্ত করত না আমাদেরকে। যদি তাঁর ভালোবাসার সাগর থেকে এক পেয়ালাও পান করতাম, তা হলে কখনও পিপাসার্ত হতাম না। যদি তাঁর পথে চলতাম, তা হলে পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগই থাকত না আর।

ইসলাম মানুষকে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমের নিগূঢ় রহস্য না জানলেও মানাটা আবশ্যক। কারণ তা সূক্ষ্মদর্শী ও সম্মক অবগত আল্লাহ তাআলার আদেশ। এটাই তো 'কালিমাতুশ শাহাদাহ'। এটাই তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মানুষ যখন বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে আল্লাহর বিধান মানতে চায়, তখন সে মূলত আল্লাহর হুকুমকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। যুক্তির মানদণ্ড দিয়ে ইসলামি বিধিবিধান যাচাই করা ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈমানের অনেক দিক যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু মানবীয় বিবেক বুদ্ধি দ্বারা যদি আল্লাহর বিধানের রহস্য উদঘাটন করা না যায়, তা হলে ওটা মানা যাবে না, ব্যাপারটা তো এমন নয়। কারণ, মানুষের জ্ঞান তো খুবই সামান্য।

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"[৪৭]

এই সামান্য জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর বিধিবিধানের সব হাকীকত অনুধাবন করা অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ আর কতটুকুই অনুধাবন করতে পারে! তোমাকে যদি কল্পনা করতে বলা হয়, তবে কদ্দুর ভাবতে পারবে? মনের মধ্যে এমন কোনো ছবি ভাসাতে পারবে, যা দেখোনি কোনোদিন? দু-চোখ যা দেখেনি, এর বাইরে গিয়ে নতুন কোনো আকৃতি চোখে ভাসাতে পারে না মানুষ। কল্পনার পর্দায় কেবল সেসব আকৃতিই ধরা দেয়, যা মানুষ বাস্তবে দেখে। তুমি যা দেখেছ, শুঁকেছ, শুনেছ—কেবল সে-সবের ছবিই ভেসে উঠবে কল্পরাজ্যে।

আর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। আজ এটাকে ভালো লাগলে, কাল ভালো লাগে অন্যটাকে। বাল্যকালে যে জিনিসটাকে সঠিক মনে

[৪৭] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়, যৌবনে সেটাই হয়ে যায় আস্ত গলদ। দেখো না, অনেক কমিউনিস্ট রাতারাতি ক্যাপিটালিস্ট হয়ে যায় দল পাল্টে। তাই বুঝে আসুক বা না-আসুক, যুক্তিতে কুলাক বা না-কুলাক, শারীআয় যা আছে, তা মানতে হবে। পুরোপুরিই মানতে হবে। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। ছাড়া দেওয়া যাবে না একটুও। কেউ যদি নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী শারীআ মানতে চায়, সে মূলত আল্লাহর হুকুমকে পেছনে ফেলে দিল। আর নিজের কামনা বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ

"তুমি কি তার প্রতি লক্ষ করেছ, যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?"[৪৮]

হিজাব আল্লাহর হুকুম। ব্যস, এতটুকুই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এর যদি কোনো দুনিয়াবি ফায়দা নাও থাকে, তবুও এটি মানতে আমরা বাধ্য। কারণ, এই বিধান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। দুনিয়ার কোনো মানুষ এটিকে আবশ্যক করেনি। আসমান থেকে একে ফরজ করা হয়েছে।

আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা তাঁর সকল হুকুম মানতে বাধ্য। তিনি যেসব বিধান আমাদের ওপর ফরজ করেছেন, কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই সেগুলো মেনে নিতে হবে। তাঁর দেওয়া বিধানের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। এটাই ঈমানের দাবি। ঈমানের মূলকথাই হলো—'শুনলাম, এবং মেনে নিলাম।'[৪৯] এ কথা বলা যাবে না যে, আরে হিজাব ছাড়ো। ওটা তো প্রাচীন আরবদের জন্যে দেওয়া বিধান। আধুনিক সমাজে এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আর মন ভালো থাকলে জগৎ ভালো। মন পরিষ্কার থাকলে হিজাব দিয়ে কী হবে।

৩. বেপর্দার শাস্তি না জানা

নারী-পুরুষের মধ্যে গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণ চিরন্তন। এটা আসমান থেকেই দেওয়া হয়েছে। এই আকর্ষণ ক্ষণিক সময়ের জন্যে কমে

---

[৪৮] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৩।
[৪৯] সূরা বাকারা, ২ : ২৮৫; সূরা নিসা, ৪ : ৪৬; সূরা মায়িদা, ৫ : ৭; সূরা নূর, ২৪ : ৫১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই তা ফিরে আসে। আর যতবারই আকর্ষণ অনুভূত হয়, ততবারই কামনা জেগে ওঠে। মন তখন শারীরিক সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে যায়। দেহ যদি এই আহ্বানে সাড়া না দেয়, তা হলে শরীর ভেঙে পড়ে। অনুভূতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

ছেলেমেয়ে যদি একসাথে চলাফেরা করে, তবে তাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। পরবর্তীকালে এ সম্পর্কের সাথে মিশ্রণ ঘটে আবেগের। আবেগ রূপ নেয় ভালোবাসায়। ভালোবাসা থেকে হয়ে যায় গভীর প্রণয়। এরপর এমন এক নিষিদ্ধ জগতে দুজন হারিয়ে যায়, যেখানে যিনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারপর মেয়েটা সারাক্ষণ ভয়ে থাকে, কখন প্রেমিক তাকে ছেড়ে চলে যায়। কখন নগ্ন ছবিগুলো ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। দুজনের মধ্যে যদি ব্রেকাপ হয়ে যায়, তা হলে বড়োসড়ো একটা ধাক্কা খায় সে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষণিক সমস্যা লেগেই থাকে। আর মহান রবের সাথে যোগাযোগ তো আরও আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

এ কারণে প্রবৃত্তিকে দমন ও অবাধ মেলামেশা রোধ করার জন্যে ইসলামি জীবনদর্শন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলো প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার শেকড়কে উপড়ে ফেলে। যেসব ফুটো দিয়ে যৌনহাওয়া বয়ে এসে কামনাকে উদ্বেলিত করে, সেগুলো বন্ধ করে দেয় চিরতরে। আসলে আল্লাহ তাআলা আমাদের অনেক ভালোবাসেন। আমাদের কোনো ক্ষতি হোক, তা তিনি চান না। আমরা যেন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করি, সে জন্যেই তিনি কিছু বিধান দিয়েছেন। আমরা যদি সেগুলো ঠিকঠাক মেনে চলতে পারি, তবে উভয় জাহানে সফলতার দেখা পাব। আর যদি না মেনে চলি, তবে ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

৪. অনিচ্ছাকৃত হিজাব

তুমি হিজাবকে তোমার আদর্শের আইডেন্টিটি মনে করোনি। সম্মান দেখাওনি আল্লাহর এই বিধানকে। হিজাব দিয়ে পুরো দেহ আবৃত করা ফরজ ইবাদাত, সে বিশ্বাসটা জায়গা পায়নি তোমার অন্তরে। এ ইবাদাতকে তুমি অনিচ্ছাকৃত অভ্যাসে পরিণত করেছ। কখনও হিজাবের ধারণাকে বিকৃত করে, কখনও বা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজাব পরিত্যাগ করে। যে হিজাব ছিল পুরো শরীর ঢাকার পোশাক, সেটাকে তুমি কেবল মাথা ঢাকার উপকরণ বানিয়েছ।

ভুল করেছ। চরম ভুল। শীঘ্রই এই ভুলের মাশুল দিতে হবে। যদি পরিবারের চাপে বোরখা গায়ে দিয়ে থাকো, তবে কোনো সওয়াব পাবে না। কারণ, এটা তুমি ইবাদাতের উদ্দেশ্যে পরোনি। পরেছ পরিবারের চাপে। সত্যিই যদি সওয়াব পেতে চাও, তবে নিজের আগ্রহ থেকেই হিজাব পরতে হবে। নয়তো কোনো ফায়দা হবে না।

৫. নতুন ফ্যাশনের অনুকরণ

টিভি প্রোগ্রাম, নাটক, সিনেমা এগুলো নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এগুলোতে যেসব নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক দেখানো হয়, সেগুলো মেয়েদের মন কেড়ে নেয়। তারাও অন্ধ অনুকরণ করে এসব জামা কিনে। যদিও সে জামা হারাম হয়ে থাকে। তারপর প্রেমের সম্পর্ক, ভালোবাসার কাল্পনিক অভিনয় এগুলোও মেয়েদেরকে আকৃষ্ট করে। ফলে তারাও অনলাইনে ঢুঁ মারে ছেলেদের খোঁজে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চ্যাটবক্সে চলে সুড়সুড়ানিমূলক আলাপ-আলোচনা। একে অপরের সাথে এমন সব ভাষা ব্যবহার করে, যা স্বামী স্ত্রীরাও ব্যবহার করে না।

এসব সংস্কৃতি সবটাই এসেছে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। ইদানীং তুমি যেসব জামাকাপড় পরো, সেগুলোর বেশিরভাগই পাশ্চাত্যের অনুকরণে বানানো। নয়তো হিন্দুস্থানের মুশরিকদের থেকে ধার করা। তবে অবাক-করা বিষয় হলো, নবিজি হাজার বছর আগেই বলে গেছেন তুমি এমনটা করবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? চলো হাদীস থেকেই দেখি।

لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ
ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ

"তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বিঘতে-বিঘতে, হাতে-হাতে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ যদি রাস্তায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ত্রী-সহবাস করে, তা হলে তোমরাও তা করবে।"[৫০]

আল্লাহর ওয়াস্তে সতর্ক হও। ওরা তোমার দ্বীনের শত্রু। তোমার পরকাল বরবাদ করে দেবার জন্যেই ওদের এত এত মিশন। ওরা কাজ করে নীরব ঘাতকের মতন। মিডিয়ার অনেক প্রোগ্রাম আছে যেগুলো ঈমানের শেষ বিন্দুটিও ছিনিয়ে নেয় মুমিনের কাছ থেকে।

আচ্ছা, হারাম জিনিসকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা কি ঈমানের সর্বশেষ পর্যায় না?

ফেইসবুক, ইউটিউব, ইন্সট্রাগ্রাম কিংবা মুভিতে হারাম জিনিস অহরহ দেখে যাচ্ছ তুমি। সিনেমার খোলামেলা দৃশ্য, প্রেম-প্রেম খেলা, পরকিয়া—এগুলোকে কি ঘৃণা করো? মোটেও না। নিতান্তই স্বাভাবিক বিষয় মনে হয় তোমার কাছে। এডাল্ট মুভি দেখতে এখন আর লজ্জা বোধ হয় না। নায়ক নায়িকার অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো বেশ উপভোগ্য মনে হয়। অশ্লীল ভিডিয়ো ক্লিপ দেখতে একটুও কলিজা কাঁপে না তোমার। আরে কলিজা কী কাঁপবে, তুমি তো এসব নায়িকাদের নাম দিয়েছ 'সাহসী অভিনেত্রী'। ছিঃ! এমন চিন্তা কি কোনো মুসলিম করতে পারে? তোমার ঈমান কি সত্যিই আছে? নাকি মেসেঞ্জারে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছ কাউকে? যারা নিজেদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়ে পরপুরুষের বিছানা গরম করে, ওরা আবার কবে থেকে সাহসী হয়ে গেল?

হয়তো টেরও পাওনি, তোমার কত উত্তম বৈশিষ্ট্যের কবর রচিত হয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খোলামেলা দৃশ্য দেখতে দেখতে হৃদয়ে যে কত আগাছা গজিয়ে উঠেছে, তার হিসেব তুমি জানো না। হিন্দি সিরিয়াল, হলিউডের মুভি, রিয়ালিটি শো—এসবের কারণে তোমার নৈতিকতার যে কতটা অধঃপতন হয়েছে, তা একটিবারও ভেবে দেখোনি। আজকালকার শিশুরাও তোমাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে। যৌনদৃশ্যকে তারা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ধরে নিয়েছে। টিভি থেকে ওরা যৌনশিক্ষা নিচ্ছে আর বাস্তবে প্রয়োগ করছে সেগুলো। এই তো গেল বছর দুজন শিশু ছাদে উঠে... নাহ, বলতেই ঘেন্না লাগছে।

[৫০] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৫০৭৬; আলবানি, সহীহুল জামি', ৫০৬৭, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর কতটা অধঃপতন হলে তুমি সতর্ক হবে?

৬. হিজাবের বার্তা না জানা

আঁটোসাঁটো বোরখা পরার নাম হিজাব না। যেসব পোশাক পরলে দেহের গঠন বোঝা যায়, ওগুলো গজবের পোশাক। বেপর্দা হচ্ছে শাস্তি। যে নারী যত বেশি বেপর্দায় চলে, সে তত বেশি আল্লাহভোলা বান্দায় পরিণত হয়। আল্লাহর আযাব তাকে ঘিরে ধরে। দুনিয়া ও আখিরাতে সে লাঞ্ছিত হয়।

আঁটোসাঁটো পোশাক হচ্ছে শয়তানের ফাঁদ। এই ফাঁদ দিয়ে সে লজ্জা শিকার করে। এর বিপরীতে হিজাব হলো উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির ব্যানার। এটা একটা আদর্শিক পরিচয়। তুমি কোন জীবন-দর্শন অনুসারে চলো, তার পরিচয়বাহক। তুমি যে মুসলিম নারী, তার পরিচিতিই হলো হিজাব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ذٰلِكَ أَدْنٰىٓ أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

"এটা অধিক নিকটবর্তী যে তাদেরকে চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না।"[৫১]

"তাদেরকে চেনা যাবে"—এতটুকুই সবকিছুর সারমর্ম। প্রত্যেক মুসলিম মেয়েকে চেনা যায় তার সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব দিয়ে। লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্র দিয়ে। আর এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে হিজাবের মাধ্যমে। সবচেয়ে সম্মানিত, মর্যাদাবান, উত্তম মেয়ে কারা, তার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে হিজাব পরার মধ্য দিয়ে। পর্দানশীন মেয়েরা এই বার্তা দিয়ে যায় যে, তারা অন্যান্যদের থেকে আলাদা। চিন্তা-চেতনা, চাল-চলন, রুচি ও মননে তারা অনেক উঁচু মাপের। তাদের জীবনাচার মানুষের জন্যে অনুসরণীয়, অনুকরণীয়।

হিজাব শুধু একটা জামা না। এটা একটা জীবন-পদ্ধতি। যে এটা পরবে, সে একটা জীবন-পদ্ধতির পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরবে। সে তার চলনে-বলনে খুবই সতর্ক হবে। হাঁটা থেকে শুরু করে কথাবার্তা—সবই সে করে যাবে যথাযথভাবে। এমনকি তার গলার আওয়াজও হবে যথাযথ। আল্লাহ

[৫১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলা বলেন,

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তা হলে (পরপুরুষের সাথে) কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বোলো না। যাতে অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। বরং তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।"[৫২]

হিজাব মূলত নারীর শারীরিক অবয়ব গোপন রাখে। এর ফলে তার চরিত্রের মানবিক দিকটাই শুধু প্রকাশিত হয়। হিজাব পরিধানের অর্থ নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করা। হিজাব পরে মুসলিম নারী একজন সভ্য মানুষের বিপরীতে আরেকজন সভ্য মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আবেদনময়ী নারী হিসেবে নয়। সে যেন পুরুষকে বলতে থাকে, 'আমি তোমার চিন্তা ও বিবেকের সাথে কথা বলছি। তবে তোমার প্রবৃত্তিকে স্পর্শ করিনি একটুও।' এর মাধ্যমে পুরুষের মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয় সে। তাকে প্রবৃত্তির শিকার হওয়ার পরিবর্তে ভাবনার জগতে প্রবেশ করায়। জমিন আবাদ করার ক্ষেত্রে সে হয়ে ওঠে পুরুষের সহযোগী।

৭. অবসরে বসত করে শয়তান

বেপর্দার আরেকটা কারণ হলো বেকার সময়। এ সময় খুবই ক্ষতিকর। অবসরে শয়তান প্ররোচনা দেওয়ার সুযোগ পায়। অবসর সময়ে মনটাও অবসরে থাকে। এ দুয়ের সমন্বয়ে অন্তরটা হিদায়াত ও কল্যাণশূন্য হয়ে যায়। আর এর মাধ্যমেই ইবলীস প্রবেশ করে অন্তরের গহীনে। খারাপ সঙ্গীদের সাথে মেশার পথ করে দেয়। অশ্লীল ম্যাগাজিন, প্রোগ্রাম, কিংবা সিনেমা দেখার প্ররোচনা দিতে থাকে। টিভি স্টারদের দেখিয়ে মুগ্ধ করে এবং তাদের অনুসরণ করতে উৎসাহ দেয়। হারাম প্রেমের সম্পর্ক করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ সকল সমস্যা থেকে বাঁচার পথ একটাই—অবসর সময়কে কাজে লাগানো। বেকার বসে না থেকে যিকর-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত বা এই ধরনের কল্যাণকর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। ফলে

[৫২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবলীস থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রাচীর তৈরি হয়ে যাবে।

৮. অনুকরণের হিজাব

আমার কাছে মনে হয় কি জানো? তুমি বোধহয় অন্যকে দেখে অনুকরণ করে হিজাব পরা শুরু করেছ। হিজাব যে আল্লাহর হুকুম, এই জিনিসটা মাথায় রাখোনি। তাই হিজাবের মধ্যে যে অংশ ভালো লাগে সেটা ঠিক রেখেছ, আর যে অংশ ভালো লাগে না, সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছ। শরীর আবৃত করে বাইরে যাওয়াকে মধ্যযুগীয় কালচার মনে করো। মাথায় রঙিন কাপড় প্যাঁচানোকে মনে করো আধুনিকতা। হিজাব বলতে তুমি মাথা ঢাকার কাপড়কেই বোঝো। পুরো শরীর ঢাকার কথা বললে নাক সিটকাও।

বোন আমার, হিজাব পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নয়। ইচ্ছে হলে পরলাম ইচ্ছে হলে ছেড়ে দিলাম, এমনটা হলে হবে না। এইক্ষেত্রে গড়িমসি করার কোনোই সুযোগ নেই। পর্দা মহান রবের আদেশ। সকল মুসলিম নারীদের জন্যে এটা ফরজ। হিজাবের বিধানকে অবহেলা করার মাধ্যমে তুমি মূলত আল্লাহর বিধানের কিছু অংশ দূরে ঠেলে দিয়েছ। ভয়ংকর অন্যায় করেছ। আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন, জানো? তিনি বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

> "তবে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছ এবং অন্য অংশের সাথে কুফরি করছ? সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের আর কী প্রতিদান হতে পারে! এবং আখিরাতে তাদেরকে **কঠিনতম আযাবে** নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।"[৫৩]

কুরআন মাজীদে 'কঠিনতম আযাব' অর্থাৎ أَشَدِّ الْعَذَابِ -এর কথা দুবার বলা হয়েছে। একবার বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু অংশ মানে আর

[৫৩] সূরা বাকারা, ০২ : ৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু অংশ অস্বীকার করে, তার ক্ষেত্রে। আরেকবার ফিরআউনের ক্ষেত্রে। ফিরআউনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

"জাহান্নামের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামাত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেওয়া হবে, ফিরআউনের অনুসারীদের **কঠিনতম আযাবে** নিক্ষেপ করো।"[৫৪]

এবার তুমি চিন্তা করে দেখো, তোমার ধ্যান-ধারণা কতটা ভয়াবহ। কতটা ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা লালন করছ তুমি। এথেকে যদি বেরিয়ে না আসো, তবে কিয়ামাতের কঠিন আযাব থেকে কেউই তোমায় বাঁচাতে পারবে না। ওইদিন ফিরআউনের যে পরিণতি হবে, একই পরিণতি হবে তোমারও।

[৫৪] সূরা গাফির, ৪০ : ৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পথিক, পথ তো এইদিক

সাইকেল দেখেছ কখনও? দেখে থাকারই কথা। আমাদের দেশের যত্রতত্র সাইকেল পাওয়া যায়। কী গ্রাম কী শহর, সবখানেই এর বিচরণ। আচ্ছা, সাইকেলের যে একটা বালবটিউব আছে, সে কথা জানো? এই ছোট্ট টিউবটা অচল হয়ে গেলে পুরো সাইকেলটিই অচল হয়ে যায়। যত দামি সাইকেলই হোক না কেন, এই টিউব ছাড়া সেটি অচল।

আমাদের জীবনেও কিছু কিছু বালবটিউব আছে। সেগুলোকে আমরা আদর করে 'অভ্যাসগত দুর্বলতা' নামে ডাকতে পারি। শয়তান বেছে বেছে ওইসব দুর্বল দিক দিয়ে আমাদের আক্রমণ করে বসে। যার ফলে আমরা ধোঁকায় পড়ে যাই। তাই আমাদেরকে সেসব বালবটিউব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শয়তান যেন কোনোমতেই সেগুলোর সাহায্যে আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে না পারে, সেই খেয়াল রাখতে হবে। আসলে দুর্বল জায়গা দিয়েই শত্রুরা আঘাত করে। আর আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হলো শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৫২]

শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করবে চারিদিক থেকে। আর দুর্বলতার মুহূর্তে

[৫২] সূরা বাকারা, ০২ : ২০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শয়তান তোমাকে তার সৈন্য বানাতে চেষ্টা করবে। তোমাকে প্ররোচিত করবে হিজাব থেকে সরে যেতে। হিজাবকে অবহেলা করতে। তোমাকে সে ঠেলে দেবে হারাম রিলেশনের দিকে। বেপর্দা চলাফেরার দিকে। এ সময়টাতে যদি কিছু কৌশল অবলম্বন করো, তবে আশা করি শয়তান ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না, ইন শা আল্লাহ। সেগুলোই এখন শোনাব তোমায়।

১. সবচেয়ে শক্তিশালী সাহায্য

আল্লাহর কাছে দুআ করতে ভুলবে না। তুমি যখনই শয়তানি কৌশলের সামনে দুর্বল হয়ে যাও, তখনই আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। আল্লাহ যেন ইসলামের ওপর তোমায় অটল রাখেন, সেই দুআ করবে হরহামেশা। উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দুআ সবচেয়ে বেশি পড়তেন? তিনি বলেছিলেন, এই দুআটি নবিজি সবচেয়ে বেশি পড়তেন—

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখো।"[৫৬]

তাই তুমিও আল্লাহর কাছে দুআ করবে, যেন তিনি তোমায় ইসলামের ওপর অটল রাখেন। আর শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে পানাহ চাইবে আল্লাহর কাছে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বেশ কয়েকটি আমল শিখিয়েছেন, যার দ্বারা শয়তান থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি। আমি তোমাকে সেখান থেকে একটি আমলের কথা জানিয়ে দিচ্ছি। যখনই শয়তান তোমায় ধোঁকা দেবে, তখনই পড়বে :

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

"রব আমার, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই শয়তানের প্রলোভন থেকে। রব আমার, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কাছে

[৫৬] তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৫২২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৬৬৭৯, হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের আগমন থেকে।"[৫৭]

২. সাহায্যকারী দল

একনিষ্ঠ উত্তম বান্ধবীদেরকে তোমার ঢাল বানিয়ে নাও। এ ঢাল তোমাকে শয়তান ও তার চক্রান্ত থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। পশ্চিমা জাহিলিয়াত থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। চুড়ি যেমন কবজিকে ঘিরে রাখে, তেমনিভাবে তুমি নিজেকে সৎকর্মশীলা বান্ধবীদের দ্বারা ঘিরে রাখো। তারাই তোমাকে বহন করে নিয়ে যাবে জান্নাতে। তারা তোমার দোজাহানের কামিয়াবির কারণ হবে। তুমি যখন ঈমানি দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন তারা তোমাকে শক্তিশালী করে তুলবে।

তুমি ভালোদের সাহচর্যে থাকলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। পুণ্যবতীরা আতরের মতো। আতরের পাশে যে-ই এসে দাঁড়ায়, সে-ই সুঘ্রাণ পায়। নেককারদের সাথে থাকলে ভালোকাজ করার জন্যে তোমার মনে আকর্ষণ জাগবে। সৎকর্ম করার প্রতিযোগিতা করতে চাইবে তুমি। আর এভাবেই সৎসঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে যাবে চূড়ান্ত মঞ্জিলে।

অন্যদিকে যাদের লক্ষ্য সুন্দর জামা, নতুন ফ্যাশন, লেইটেস্ট মুভি—তাদের সাহচর্য দুর্বল করে দেবে তোমার ঈমানকে। তোমার হিজাব অর্থহীন ন্যাকড়ায় পরিণত হবে। ভুলে যাবে হিজাবের শিষ্টাচার। অধঃপতিত হতে হতে একসময় হিজাবই খুলে ফেলবে।

৩. চার সাক্ষী থেকে সাবধান

বেপর্দা বোন আমার, প্রত্যেকে তোমার অপরাধের সাক্ষ্য দেবে। যে **জমিনের** ওপর তুমি সৌন্দর্য প্রকাশ করে চলেছ, কিয়ামাতের দিন সে সবকিছু জানিয়ে দেবে আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

"সেদিন জমিন তার সব অবস্থা বর্ণনা করবে।"[৫৮]

[৫৭] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৯৭-৯৮।
[৫৮] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা কি জানো তার সব অবস্থা কী?"

সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।'

তিনি বললেন, "সেই অবস্থা হচ্ছে, জমিনের পিঠে প্রত্যেক মানব মানবী যে কাজ করবে, সে তার সাক্ষ্য দেবে। সে বলবে, এই ব্যক্তি অমুক দিন অমুক কাজ করেছিল। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যা জমিন বর্ণনা করবে।।"[৫৯]

সার্বক্ষণিক দুজন **ফেরেশতা** নিয়োজিত আছে তোমার কাঁধে। তাঁরা তোমার কাজকর্মের হিসেব রাখছে। পইপই করে প্রতিটি ক্ষণের কথা লিখে রাখছে আমলনামায়। তুমি কতবার হিজাব ছাড়া বাইরে বেরিয়েছ, বেপর্দা অবস্থায় কতজন পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছ, পারফিউম মেখে কতদিন হাঁটাচলা করেছ—সবকিছুর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বর্ণনা দেখতে পাবে হিসেবখাতায়। কোনো কিছুই বাদ যাবে না। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

> "অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ (যারা আমল লিখে রাখে)। তারা জানে, যা তোমরা করো।"[৬০]

যে **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে** তুমি অবাধ্যতা ও পাপাচারে অভ্যস্ত করে তুলেছ, এরা হবে তোমার বিপক্ষের তৃতীয় সাক্ষী। এই ব্যাপারে আগেই কথা হয়েছে।

আর সবশেষে **আল্লাহ তাআলা** তো আছেনই। তিনি বান্দাদের সব গোনাহ হিসেব করে রাখেন।

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"তিনি সকল কিছুর ব্যাপারে সাক্ষী।"[৬১]

বোন আমার, যতবার তুমি আয়নায় তাকাবে, ততবার আল্লাহর কাছে এ দুআ করবে :

---

[৫৯] তিরমিযি, ৩৩৫৩, হাসান সহীহ; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১১৬৯৩।
[৬০] সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০-১২।
[৬১] সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

"আল্লাহ, আপনি যেমনিভাবে আমার আকৃতিকে সুন্দর করেছেন তেমনিভাবে আমার চরিত্রকেও সুন্দর করুন।"[৬২]

আর শয়তান যখনই তোমাকে শরীর উন্মুক্ত করতে প্ররোচিত করবে, পারফিউম মাখতে, ফ্যাশন করতে উৎসাহ দেবে, তখনই আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে।

আমি কি তোমাকে সেই দুআটার কথা বলব, যেটা তোমাকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবে?

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"আল্লাহর নামে (বের হলাম)। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।"[৬৩]

পৃষ্ঠাটা শেষ করার আগেই দুআটা মুখস্থ করে নাও, যাতে করে প্রতিবার ঘর থেকে বেরোবার সময় নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারো।

৪. নিজের অগ্রাধিকার সাজাও

আল্লাহকে খুশি করার বিষয়টা তোমার অগ্রাধিকার তালিকায় কত নম্বরে আছে? 'ইসলাম' কি তোমার ব্যস্ততম জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশ? এটাকে কি শেষের দিকের এক কোনায় রেখেছ? নাকি সবার আগে?

অগ্রাধিকার তালিকায় সবার ওপরে যদি ইসলামকে রাখো, তা হলে আমার বেশি কিছু বলার নেই আমি শুধু আল্লাহর বিধান জানিয়ে দেব, তুমি আমল করতে শুরু করবে। আর যদি ইসলামকে চতুর্থ বিষয়ের মতো দূরে ঠেলে রাখো, তবে তোমার সাথে আমার কথা আছে।

আল্লাহর দ্বীন কোনো খেলতামাশার বিষয় নয় যে, যখন-তখন একে ছেড়ে দেবে। ইসলাম তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তুমি যদি টয়লেটেও যাও, তখনও

[৬২] ইবনু হাজার, বুলুগুল মারাম, ৪৫১, সহীহ।
[৬৩] ইবনু হিব্বান, ২৩৭৫, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের বিধান মেনেই ঢুকতে হবে। তুমি যখন খাবার খাবে, তখনও ইসলাম পাশে দাঁড়িয়ে তোমাকে খাবারের নিয়মকানুন শিখিয়ে দেবে। কোনো অবস্থাতেই ইসলাম ছেড়ে দিতে পারবে না। নিজেকে যদি সত্যিই মুমিনা দাবি করো, তবে সবার ওপরে ঠাঁই দিতে হবে ইসলামকে। দেখবে, সবকিছু আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

৫. শয়তানের পদাঙ্ক থেকে সাবধান

ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক দেওয়াটা দোষের কিছু না। চেহারায় সামান্য মেইকআপ করলে কী আসে যায়! চোখের কোণে কাজলের স্পর্শে দুনিয়াটা উলটে যাবে না। হিজাব ছাড়িয়ে চুল একটু বেরিয়ে গেছে, তো তাতে কী। আমি তো পুরো চুল খুলে রাখিনি। ভুরু প্লাক করতে নিষেধ নেই কোনো। একটু পরিপাটি থাকার জন্যে ওসব করাই যায়। আমি তো কাউকে দেখানোর জন্যে সাজুগুজু করি না। সাজতে ভালো লাগে, তাই সাজি। আমি তো কারও ক্ষতি করছি না।—তোমার মধ্যে এই ধরনের মনোভাব আছে, সেইটা জানি আমি। কিন্তু এর একটাও ইসলাম সমর্থন করে না। এগুলোর সবটাই হারাম মনোভাব। শয়তানি চিন্তা-ভাবনা।

বোন আমার, তুমি তো ইবলীসকে চিনতেই পারোনি। তার কূটকৌশল সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। ও তোমাকে দিয়ে ঠিকই হারাম কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এর চেয়েও বড়ো বিষয় হলো, হারামকে সে তোমার কাছে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করছে। যেন সেটা পানতাভাতের মতো কিছু। তুমি তোয়াক্কাই করছ না। অথচ ওগুলোর জন্যে পাপে টইটম্বুর হয়ে যাচ্ছে তোমার আমলনামা।

৬. হিজাব এবং অতঃপর

হিজাব শুধু তোমার পোশাক নয়, এটা তোমার হিদায়াতের রাস্তা। এটা সৎকর্মশীল ও মহীয়সী নারীদের পথ। এ পথে যতই অগ্রসর হবে, হিদায়াত তোমাকে ততই আপন করে নেবে। আল্লাহ তাআলা তোমার জীবনে কল্যাণের বারিধারা সচল করে দেবেন। তুমি প্রশান্তির সাগরে ভাসতে থাকবে। আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলা বলেন,

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

"যারা সৎপথ পেয়েছে তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত বাড়িয়ে দেন।"[৬৪]

মনে রাখবে, হিজাব হচ্ছে যাত্রার শুরু। হিদায়াতের প্রথম দরজা। তোমাকে এই দরজা দিয়েই আল্লাহর অনুগ্রহের বাগিচায় প্রবেশ করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে প্রশ্ন করবে, 'হিজাব তো পরলাম। এরপর কী করব?' তারপর তুমি যখন সালাত, সদাকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আল্লাহর ভয়ে কাঁদা ও নেক কাজের মাধ্যমে সকাল-সন্ধ্যা কাটাবে, তখন তোমার উত্থান শুরু হবে। প্রতিটি দিন আগের দিনের চেয়ে আরও রঙিন করে তুলতে পারবে। প্রতিটি ক্ষণ জান্নাতের দিকে বড়ো বড়ো কদম ফেলে এগিয়ে যাবে। পেছনে ফিরে তাকানোর মতো সুযোগ আর হবে না।

৭. দুটি বড়ো ব্যাপার

হিজাব এক বিরাট দালান। এর জন্যে দরকার সুদৃঢ় ভিত্তি। হিজাব যখন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন যত রকমের ফিতনাই আসুক না কেন, এর নড়চড় হবে না। যত ঝড়-ঝঞ্ঝাই আসুক না কেন, এর দালান উড়ে যাবে না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে কোনো আদেশ দেওয়ার আগে এর জন্যে মজবুত ভিত্তি দাঁড় করাতেন। মানুষের মধ্যিকার ফিতরাতগত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতেন। এর ফলে যখন কোনো বিধান নাযিল হতো, সাথে সাথেই সাহাবিরা তা মেনে নিতেন। টু শব্দটিও করতেন না কেউ। তোমাকেও ঈমানের একটা মজবুত ভীত দাঁড় করাতে হবে। যেন আল্লাহর হুকুম শুনলেই আনুগত্যে মাথাটা নুইয়ে আসে।

কে কী বলল, না বলল সেদিকে না তাকিয়ে, আল্লাহ কী বললেন সেদিকে তাকানোর মানসিকতা সৃষ্টি করো। দুনিয়াবাসীরা একদিন তোমাকে অন্ধকার কবরে রেখে চলে আসবে। তুমি একাকী পড়ে রইবে ওখানে। তখন আল্লাহ

[৬৪] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। নিজের ভেতরে একাকীত্বের সেই ভয়কে জাগিয়ে তুলো। আল্লাহভীতিই তোমাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা বোন, তোমার জীবনে জান্নাত-জাহান্নামের জায়গাটা কোথায়? জীবন চলার পথে শেষ কবে এ দুটো বিষয়কে স্মরণ করেছ?

অন্তরে এগুলোর স্মরণ না থাকলে শয়তান সহজেই আক্রমণ করে বসে। হারাম কাজের দিকে মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্তরে যদি জান্নাতের প্রতি ভালোবাসা ও জাহান্নামের ভয় জাগ্রত থাকে, তা হলে শয়তানি ওয়াসওয়াসা তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। জান্নাতের নিয়ামাত সম্পর্কে আমরা যদি না-ই জানি, তো কীভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হব? জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে না জানলে কীভাবে তাকে ভয় পাব? আকর্ষণ বা ভীতি ছাড়া কি আমল হয়?

সাবিত বুনানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একদল লোক যদি কোনো মজলিস শেষ করার আগে আল্লাহর কাছে জান্নাত না চায় এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ না চায়, তা হলে ফেরেশতারা বলে ওঠে—এরা তো মিসকীন! বড়ো দুটি বিষয়ের ব্যাপারেই এরা গাফিলতি করল!'

জান্নাত-জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার মানে হলো, আল্লাহর আনুগত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সহায়ককে হারিয়ে ফেলা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে উপহার দিয়ে সহায়তা করেছেন, তা ফিরিয়ে দেওয়া। এ উপহার গ্রহণ করে নিলে জীবনকে আমরা ওহির রঙে রাঙিয়ে নিতে পারব।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করার পর জিবরীলকে বললেন, 'জান্নাত এবং এর অধিবাসীদের জন্য আমি কী তৈরি করে রেখেছি, তুমি গিয়ে তা দেখে এসো!' জিবরীল আলাইহিস সালাম দেখার পর ফিরে এসে বললেন, 'রব আমার, আপনার সম্মানের কসম করে বলছি, এ জান্নাত সম্পর্কে যে-ই শুনবে, সে-ই এতে প্রবেশ করতে চাইবে।' এবার আল্লাহ তাআলা জান্নাতে যাওয়ার পথকে কষ্টদায়ক বস্তুতে ভরিয়ে বললেন, 'জিবরীল, এবার গিয়ে দেখো।' জিবরীল আলাইহিস সালাম দেখার পর ফিরে এসে বললেন, 'রব আমার, আপনার সম্মানের কসম করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলছি, আমার ভয় হচ্ছে যে, এ জান্নাতে কেউই প্রবেশ করতে পারবে না।' তারপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম সৃষ্টি করে বললেন, 'জিবরীল, জাহান্নাম এবং এর অধিবাসীদের জন্য আমি কী তৈরি করে রেখেছি, তুমি গিয়ে তা দেখে এসো!' জিবরীল আলাইহিস সালাম দেখার পর ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম করে বলছি, জাহান্নামের কথা শুনলে কেউই এতে প্রবেশ করতে চাইবে না।' এবার আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের পথকে কামনা-বাসনার বস্তুতে ভরিয়ে দিয়ে আবার বললেন, 'জিবরীল, এবার গিয়ে দেখে এসো।' জিবরীল আলাইহিস সালাম দেখে এসে বললেন, 'রব আমার, আপনার সম্মানের কসম। আমার ভয় হয়, এ জাহান্নামে বোধ হয় সবাই প্রবেশ করবে!'[৬৫]

বোন আমার, জান্নাত-জাহান্নাম জীবনের আঙিনায় যতটুকু জায়গা পাওয়ার অধিকার রাখে, অন্তত ততটুকু জায়গা তাদেরকে দাও। অনেক মানুষ আছে যারা অর্থকড়ি কামানোর জন্যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের জন্যে জীবনটা কয়লা করে ফেলছে। সামান্য পদোন্নতির জন্যে দিনরাত বসের হুকুম মাথা পেতে মেনে নিচ্ছে। অথচ জান্নাত পাওয়ার জন্যে সে এতটুকুও কষ্ট করতে রাজি না! তুমি এমন অনেক মানুষ দেখবে—মা, বাবা, বোন কিংবা বান্ধবীর মন জয় করার জন্যে যারা নিরন্তর কাজ করে চলে। কিন্তু এর দশ ভাগের এক ভাগও সে নিজের রবের জন্যে করে না। এটা কি যুক্তিসঙ্গত কোনো কথা? যে রবের দয়ায় আমরা বেঁচে আছি, প্রতিটি মুহূর্তে যাঁর দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করছি, তিনি কি এতটাই অর্থহীন আমাদের জীবনে? চলার পথে, কাজের ফাঁকে আমরা কি একটু সময়ের জন্যেও তাঁর কথা স্মরণ করতে পারি না? তিনি কি এর হকদার নন?

[৬৫] তিরমিযি, ২৫৬০; আবু দাউদ, ৪৭৪৪; নাসাঈ, ৩৭৬৩; আহমাদ, ৮৬৪৮, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নূতন ভূষণে সাজো গো যতনে

আল্লাহ তাআলার বাণীর দিকে একটিবার তাকাও :

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।"[৬৬]

তুমি কি এখনও ধরতে পারোনি এ জীবনের অর্থ কী? কেন এই ধরায় আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ?

এ জীবনের উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা। আর এ পরীক্ষায় সফল ওই ব্যক্তি, যে উত্তমরূপে আমল করতে পারে। তাই তোমার আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার পরিসরটা আরও বিস্তৃত করো। সবচেয়ে উত্তম হিজাবটা নিজের জন্যে বেছে নাও। পুণ্যবতীদের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মানার ক্ষেত্রে যেন তোমাকে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সবার চেয়ে যেন তোমার হিজাবটাই উত্তম হয়। উত্তম হিজাব বলতে কিন্তু ঝিলমিলে বোরখা বোঝাচ্ছি না আমি। বোরখাটা এমন হতে হবে, যেটা দেখলে ফেরেশতারা আনন্দিত হয়। আর শয়তান ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে। আপাদমস্তক নিজেকে ঢাকা ছাড়া কখনোই বাইরে বেরোবে না।

জান্নাতের স্তরগুলো দুনিয়ার বিভিন্ন প্রচেষ্টার কারণেই বাড়তে থাকে। তুমি

[৬৬] সূরা মুলক, ৬৭ : ০২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি অন্যান্য নারীদের চেয়ে জান্নাতের মর্যাদা বেশি বুলন্দ করতে চাও, তবে অবশ্যই কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেগুলো এখন তোমার সামনে খোলাসা করব।

১. উত্তম আদর্শ

হিজাব হলো তোমার চারিত্রিক সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। হিজাব পরার পর, তোমার চালচলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তার মাধ্যমে যদি উত্তম গুণাবলির প্রকাশ ঘটে, তবেই বেপর্দা বোনেরা হিজাবের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। তুমি কিছু না বললেও তারা তোমাকে অনুসরণ করা শুরু করবে। কিন্তু তুমি যদি হিজাব পরেও নষ্টামো করে বেড়াও, তবে হিজাব কোনো কাজেই আসবে না। না দুনিয়ার মানুষের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারবে, আর না আখিরাতে মুক্তি পাবে।

বোন আমার, হিজাব পরার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করেছ যে, অন্যান্য নারীদের থেকে তুমি আলাদা। আর আট দশটা নারীর মতো নও তুমি। ওরা অনায়াসেই যা করতে পারবে, সেটা করার আগে তোমাকে অন্তত দশবার ভাবতে হবে। ওদের মতো তুমিও যদি ছেলেদের সাথে ঢলাঢলি করে বেড়াও, তবে হিজাবের কী মূল্য থাকল বলো?

২. হিজাবের দিকে দাওয়াত

বিখ্যাত অভিনেতা আহমাদ মাযহারের ভাতিজির নাম সুখি মাযহার। বিয়ের পর তার স্বামী সাঙ্গীদের সাথে ইউরোপে হানিমুনে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে পৌঁছে আনন্দের আতিশয্যে তিনি তার স্বামীকে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে যে নিয়ামাত দিয়েছেন তার শুকরিয়া প্রকাশ করে আমি সালাত আদায় করতে চাই।'

স্বামী বলল, 'আচ্ছা ঠিকাছে, তোমার যা মন চায় করো।'

ঘোরাঘুরির একপর্যায়ে তিনি তার হিজাবটা নিয়ে প্যারিসের বড়ো একটা মাসজিদে ঢুকলেন। ওজু করে দু রাকাআত সালাত পড়লেন সেখানে। এরপর মাসজিদের দরজায় এসে হিজাব খুলে ব্যাগে রাখলেন। তখনই বিস্ময়কর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘটনাটা ঘটল। এক নওমুসলিম মেয়ে তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি হিজাব খুলছ কেন?'

সূমি বললেন, 'সালাত আদায় শেষ তো, সে জন্যে।'

মেয়েটা বলল, 'হিজাব কি শুধু সালাতের জন্যেই?'

বিস্মিত হলেন সূজি। মেয়েটি হাত ধরে মাসজিদের ভেতর নিয়ে গেল তাকে। একটু কথা বলার অনুমতি চাইল। সূমি হানিমুনে আছেন। বেশ ব্যস্ত। এসব কথাবার্তা শোনার মানসিকতা নেই এখন। তিনি পালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফরাসি মেয়েটির ভদ্রোচিত কথাবার্তা ও সুন্দর বাচনভঙ্গি সূমিকে টেনে নিয়ে গেল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি বিশ্বাস করো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই?'

সূমি বললেন, 'অবশ্যই। আমি একজন মুসলিম।'

সে বলল, 'এই কালিমা তো শুধু মুখে আওড়ানোর মতো কোনো বুলি না। এর ওপর তোমাকে ঈমান আনতে হবে। কাজেকর্মে এর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।'

কথার ফাঁকে মেয়েটি এই আয়াত পড়ল :

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই। কেননা, আমি একটি মহা দিবসের শাস্তিকে ভয় করি।"[৬৭]

তারপর মেয়েটা সূমির সাথে মুসাফাহা করে বলল, 'প্রিয় বোন, তুমি মুসলিম। অন্যান্য নারীদের থেকে তুমি আলাদা। কিন্তু হিজাব ছাড়া প্যারিসের রাস্তায় বেরোলে তোমাকে আর খ্রিস্টান নারীকে কি আলাদা করা যাবে? এটাই কি সত্যিকার ঈমানদারের পরিচয়? তুমি তো আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছ। কেবল মাসজিদে আল্লাহর বিধান মেনে, বাকি সময়টুকু তাঁর অবাধ্য হচ্ছ। এটাই কি তোমার তাকওয়া? তুমি কি মাসজিদের বাইরে আল্লাহকে ভয় করো না?'

[৬৭] সূরা আনআম, ০৬ : ১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুমি বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন ওখান থেকে। মেয়েটির কথাগুলো তার কানে বাজতে লাগল। সত্যিই তো, মুখে মুখে ঈমানের দাবি করলেই তো আর সত্যিকারের মুসলিম হওয়া যায় না। কাজেকর্মে এর পরিচয় দিতে হয়। একজন মুসলিম নারীকে যদি কাফির নারীদের থেকে আলাদাই না করা যায়, তবে এমন মুসলিমের কী মূল্য আছে আল্লাহর কাছে? এরপর থেকে সুমি আর কখনোই হিজাব ছাড়া বাইরে যাননি।

বোন আমার, তুমিও মানুষকে হিজাবের দাওয়াত দাও। বেশি বেশি হিজাবের ফজিলত নিয়ে কথা বলো। দেখবে, তোমার অন্তরেও হিজাবের গুরুত্ব জায়গা করে নিয়েছে। হিজাব নামক নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা তো অন্যকে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমেই কিছুটা আদায় হতে পারে।

৩. প্রথম হিজাবি নারী

তোমার এলাকায়, প্রতিষ্ঠানে কিংবা শিক্ষালয়ে তুমিই যদি প্রথম হিজাবি হয়ে থাকো, তা হলে তোমার সওয়াব আর মর্যাদা কত উচ্চ হবে, তা কি ভেবে দেখেছ?

তখন তুমি হবে যাত্রীদলের কান্ডারি। তুমি এমন এক উত্তম রীতি চালু করবে, যার হাত ধরে অন্যান্য মেয়েরাও এগিয়ে আসবে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে এ অবস্থায় শুধু হিজাবি বলেই ক্ষান্ত হব না। তোমাকে একজন সাহসী যোদ্ধাও বলব, যে কিনা জাহিলি স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কেটে শয়তানের মুখের ওপরে চিৎকার করে কথা বলতে পেরেছে। এই সাফল্যগাথার জন্যে তুমি মহান আল্লাহর কাছে অনেক বড়ো পুরস্কার পাবে। পাবে সেই সফলতার দেখা, যার জন্যে সাহাবিরা জীবন বাজি রেখেছেন।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানি থেকে দূরে থাকে, তারাই সফলকাম।"[৬৮]

[৬৮] সূরা নূর, ২৪ : ৫২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪. পুণ্য অর্জন

নেকি অর্জন, সওয়াব বৃদ্ধি ও জান্নাতের মর্যাদা বুলন্দ করার সবচেয়ে বড়ো দরজা হলো পর্দা। কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যখন তুমি হিজাব পরবে, তখন অফুরন্ত সওয়াব জমা হবে আমলনামায়। হিজাবের আমল জারি রাখার মাধ্যমে একসাথে অনেকগুলো কাজ হয়ে যাবে :

- আল্লাহর আদেশ পালন।
- আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ।
- গরম আবহাওয়া ও ঘামে সবর করা।
- নেককার নারীদের অনুসরণ এবং আখিরাতে তাদের দলে থাকার সুযোগ।
- ফ্রি-মিক্সিংয়ের কবল থেকে সমাজকে রক্ষা করার সওয়াব।
- যুবকদেরকে চোখের যিনা থেকে বাঁচতে সাহায্য করা।
- হিজাবের দাওয়াত দেওয়া।
- চরম অবহেলিত একটি ফরজ বিধানকে আঁকড়ে ধরা।
- ব্যভিচারী হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়া।

সুবহানাল্লাহ! এই একটি বিধান তোমাকে অগণিত সওয়াবের ভাগীদার করবে। এর পরেও কি হিজাবকে অবহেলা করে ছুড়ে ফেলে দেবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজাবের পাশে জান্নাত হাসে

১. আদেশ পালনের সওয়াব

হিজাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। যার জন্যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরক, ব্যভিচার ও অন্যান্য কবীরাহ গুনাহের সাথে একে জুড়ে দিয়েছেন। শুরু থেকেই নারীরা এ বিষয়ের ওপর বাইয়াত নিয়ে ইসলামে দাখিল হয়েছে। উমাইমা বিনতু রুকাইকা রদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বাইয়াত নিতে এলে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে এ মর্মে বাইয়াত দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, সন্তানকে হত্যা করবে না, নিজের স্বামীর সন্তান নয় এমন কাউকে মিথ্যা বলে (সন্তান হিসেবে) অন্তর্ভুক্ত করবে না, বিলাপ করবে না এবং জাহিলি যুগের মতো বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করবে না।"[৬১]

আল্লাহ তাআলা হিজাবের বিধান ফরজ করেছেন তোমার ওপর। পরপুরুষের সামনে নিজেকে ঢেকে রাখা তোমার ওপর ফরজ দায়িত্ব। আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার সবচেয়ে কাছের মাধ্যম এইটি। হাদীসে কুদসীতে আছে,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

"আমার বান্দা আমার নির্ধারিত ফরজ কাজ ব্যতীত আর কোনো

[৬১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬৮৫০; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/৪১, হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুর মাধ্যমেই আমার এত নৈকট্য লাভ করতে পারে না।"[৭০]

তুমি যদি হিজাবের বিধান অবহেলা করো, তবে কখনোই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবে না। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকায় নিজের নাম ওঠাতে চাইলে অবশ্যই হিজাব আঁকড়ে ধরতে হবে। খোলামেলা পোশাক, সুগন্ধি, মিষ্টি কথাবার্তা—এসব আচরণ নিয়ে যখন তুমি বাইরে বেরোবে, তখন তুমি হয়ে যাবে বেপর্দা নারী। তোমার এ ধরনের পদক্ষেপ মূলত আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা। আর আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে কেউ কখনও মুমিন থাকতে পারে না। কেননা মুমিনদের বৈশিষ্ট্যই হলো আল্লাহর হুকুম মান্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে, কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত হয়।"[৭১]

পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে গেলেন সাহাবিরা। পুরুষরা বাড়িতে গিয়ে বিধানটি জানিয়ে দিল মহিলাদেরকে। আর অমনি প্রতিটা মহিলা উঠে গিয়ে নিজের ওড়না শক্ত করে বেঁধে নিল মাথায়। যেন দেহের কোনো সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয়ে যায়। যেসব নারীরা রাস্তায় ছিল, তারা রাস্তার এক কোণে বসে গেল। এরপর কাউকে দিয়ে হিজাব আনিয়ে শরীর ঢেকে আবার হাঁটা শুরু করল।

তাদের কেউ হিজাব কেনার জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। আদেশ শোনামাত্রই ওড়না ছিঁড়ে নিজেকে আবৃত করে নিয়েছেন। রবের আদেশ পালনের জন্যে তড়িঘড়ি করেই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কেউই বিরত থাকেনি। একজন মহিলাও না। এটা হলো আল্লাহর প্রতি তাদের দৃঢ় ঈমানের প্রতিফলন।

---

[৭০] বুখারি, ৮৫০২।
[৭১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পর্দার বিধান নাযিল হবার আগে পুরুষ ও মহিলা রাস্তায় পাশাপাশি চলত। কিন্তু পর্দার বিধান চলে এলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে আলাদা হয়ে চলার জন্যে নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ পাওয়ার পর, মহিলারা দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করল। তাঁরা দেয়ালের এতটাই পাশে হাঁটতেন যে, গায়ের পোশাক দেয়ালে আঁটকে যেত।[৭২]

বোন আমার, তুমি কি এই মহীয়সী নারীদের মতো হতে চেষ্টা করবে না? তাঁরা যদি হিজাবকে নিজেদের জীবনের অংশ বানাতে পারে, তবে তুমি কেন একে বোঝা মনে করবে?

২. এটাই অধিক পবিত্রতা

তুমি যতই বলো না কেন, অন্তর ভালো থাকলে পর্দা করা লাগবে না—এ দাবি কিন্তু কুরআন সমর্থন করছে না। তোমার অন্তরটা আসলে ফ্রেশ কি না, তার প্রমাণ মিলবে হিজাবের মাধ্যমে। এটা আল্লাহ বলেছেন, আমি বলিনি। আল্লাহর কথার বাইরে গিয়ে অত পণ্ডিতি দেখিয়ো না। নারীবাদীরা বলে থাকে—বিপরীত লিঙ্গের সাথে মেলামেশা করা, কথাবার্তা বলা, আলোচনা করা ইত্যাদির মাধ্যমে মনটা ফ্রেশ রাখা যায়। এ রকম মেলামেশা ভদ্রতা ও নম্রতার পরিচায়ক।

বকওয়াস! সব মিথ্যে কথা। যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পর্দার হুকুম দিয়েছেন। মন ফ্রেশ রাখার মাপকাঠি হিসেবে তিনি পর্দাকেই নির্ধারণ করেছেন, ফ্রি-মিক্সিংকে নয়। স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইলে **পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।** এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।"[৭৩]

আল্লাহর কথার বিপরীতে কোনো মানুষের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

---

[৭২] ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৮/১০৩।
[৭৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৃষ্টির বিপরীতে স্রষ্টার কথাই প্রাধান্য পাবে। কারণ, সৃষ্টির দুর্বলতাগুলোর ব্যাপারে স্রষ্টাই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানেন, কোন কোন পথ দিয়ে শয়তান আমাদের আক্রমণ করে বসবে। কোন পথে গেলে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটবে, চরিত্র কলুষিত হবে, তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তাই তাঁর দেওয়া মাপকাঠির বাইরে গিয়ে যত সরেস কথাই বলা হোক না কেন, সেটা বাতিল।

বোন আমার, পর্দাই হলো পবিত্র হৃদয়ের পরিচায়ক। আর পবিত্র হৃদয়ই তো কলবুন সালীম। কলবুন সালীমের একমাত্র বিনিময় হলো জান্নাত।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

> "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। কিন্তু যে কলবুন সালীম নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে (সে-ই সফল হবে)।"[৭৪]

এখন তুমি ঠিক করো, তুমি কি পবিত্র নারীদের আওতাভুক্ত হবে নাকি নষ্টদের। সিদ্ধান্ত তোমার হাতে।

৩. নীরব দাওয়াত

তুমি যদি হিজাব পরো, হিজাবের বার্তাটা বুঝতে পারো, হিজাবকে জীবনের অংশ করে নিতে পারো, তা হলে তুমি হয়ে যাবে একটা চলন্ত দাওয়াহ। এর মাধ্যমে সামাজিক দাওয়ার কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। পেয়ে যাবে ভালোকাজে উৎসাহ প্রদানকারীর সওয়াব। নেক কাজের পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে মানুষ তোমায় স্মরণ করবে শ্রদ্ধাভরে।

বোন আমার, এ পথে চলার মাধ্যমেই তুমি অন্যান্য নারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের যুগে তুমি যদি হিজাবকে আঁকড়ে ধরো, তবে মানুষের সামনে তুমি হয়ে যাবে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তোমার নাম সেসব দাঈদের তালিকায় লেখা হবে, যারা সমাজের চোখে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে

[৭৪] সূরা শুআরা, ২৬ : ৮৮-৮৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর বিধান পালন করে যায় নির্বিকচিত্তে।

৪. পরিপূর্ণ নিরাপত্তা

দুজন তরুণী গেল কাপড়ের দোকানে। বেশ খোলামেলা পোশাকে এসেছিল মেয়ে দুটো। ওদের আসতে দেখে দোকানি বসার ব্যবস্থা করল। বেচা-কেনার ফাঁকে খোশগল্প জমিয়ে দিল ওদের সাথে। মেয়ে দুটো কাপড় কিনে যেতে-না-যেতেই দোকানি তার পাশের জনকে বলে উঠল, 'একেবারে জোস দেখতে।'

এমন সময় হিজাব-পরা এক নারী এল। নারীটির পুরো দেহ ঢাকা ছিল, তাই বয়স অনুমান করা যায়নি। দেহসুষমাও ফুটে ওঠেনি।

দোকানি বেশ সুবিধের লোক ছিল না। দোকানে যে মেয়েটাই আসত, তার দিকেই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু হিজাবে ঢাকা নারীটির দিকে সে ফিরেও তাকায়নি। হিজাবি নারীটি কেনাকাটা শেষ করে চলে যাওয়ার পর তাকে নিয়ে কোনো বাজে মন্তব্যও করেনি। তার দৃষ্টি কেবল বেপর্দা নারীর দিকেই ছিল।

এমন ঘটনা অহরহ দেখা যায়। দুই ধরনের মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্পটদের ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা আমরা দেখে থাকি। বেপর্দা নারীদের দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে অপলক নয়নে। বাজে বাজে কমেন্টস করে। কিন্তু পর্দানশীন নারীদের দেখে ওরা সাধারণত কোনো বাজে মন্তব্য করে না। কেন?

এর উত্তরটা আমরা জানব আমাদের মহান রবের কাছ থেকে। তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। **এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।** আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[৭৫]

[৭৫] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসলে হিজাব পরলে দেহের কোনো সৌন্দর্যই প্রকাশ পায় না। এতে করে আকর্ষিত হওয়ার সুযোগ পায় না পুরুষেরা। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করে না। আজেবাজে কমেন্টস করে না। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা হিজাব পরার নির্দেশ দিয়েছেন নারীদের। যেন একজন মুসলিম নারীকে কাফিরদের থেকে সহজেই আলাদা করা যায়। যেন কোনো নারীকেই ইভটিজিং-এর শিকার হতে না হয়। কোনো পুরুষ যেন তাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর সুযোগ না পায়।

হিজাব হলো বর্মের মতো। যে নারী এই বর্ম পরে নেবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে মেয়ে একে খুলে ফেলবে, তাকে অবশ্যই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। তাকে দেখে খারাপ অঙ্গভঙ্গি করবে কোনো বালক। তার শরীর নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করবে তারই কোনো সহপাঠী। নয়তো দূর থেকে তাকে ধর্ষণ করবে শত শত কামুক চোখ। আর সুযোগ পেলে কিছু লম্পট ঝাঁপিয়ে পড়বে হায়েনার মতন।

৫. সংরক্ষিত মুক্তো

হিজাবি নারীর দেহসুষমা কেমন, তা শুধু তার স্বামীই বুঝতে পারবে। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে হিজাব আড়াল করে রাখবে তাকে। কামনার তির লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ফিরে আসবে কামুকের দিকেই। হিজাবের বর্ম প্রতিরক্ষা-ব্যূহ হিসেবে কাজ করবে।

কিন্তু যে নারী বেপর্দা চলাফেরা করে, সে হলো খোলা বইয়ের মতো। যেটা সবার হাতে হাতে স্থানান্তরিত হয়। প্রত্যেকের হাত এর পাতাগুলো ছুঁয়ে ফেলে। যখন সবাই বইটা হাতিয়ে ছেড়ে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়। পৃষ্ঠাগুলো হয়ে যায় মলিন।

এ কারণেই হিজাব-পরা নারী সবার কাছে দামি। মানুষজন তাকেই চায়। আর যে হিজাব পরে না, তার থেকে সবাই বিমুখ হয়। বেপর্দা নারীকে বিভিন্নভাবে মানুষ উপভোগ করে ফেলে। আর উপভোগ করে ফেলা নারীকে কেউ আপন করে পেতে চায় না। দুশ্চরিত্র নারীর সাথে সবাই প্রেম-প্রেম খেলার সুযোগ খুঁজে, কিন্তু জীবনসাথি বানায় না। জীবনসঙ্গী হিসেবে ছেলেরা তাকেই বেছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেয়, যে মেয়ে ব্যভিচারে জড়ায়নি কখনও।

৬. হিজাব ও লজ্জা

আঁটোসাঁটো পোশাক গায়ে দিয়েও যদি নিজেকে লজ্জাবতী মনে করো, তবে তোমার হিসেব ভুল। লজ্জাশীল নারী কখনও টাইট-ফিট পোশাক পরে না। কেবলমাত্র নির্লজ্জরাই এই ধরনের পোশাক গায়ে দেয়। নিজেকে লজ্জাশীল হিসেবে দাবি করার আগে অবশ্যই হিজাব পরে নিতে হবে। হিজাব আর লজ্জা মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এপিঠ যদি হিজাব হয় তবে ওপিঠ হলো লজ্জা। হাদীসে আছে,

اَلْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ

> "লজ্জাশীলতা ও ঈমান একে অপরের সাথে সংযুক্ত। একটা তুলে নেওয়া হলে অন্যটাও তুলে নেওয়া হয়।"[৭৬]

লজ্জা হলো বিশ্বস্ত পাহারাদার। এটা সব সময় তোমাকে নিরাপত্তা দেবে। যখনই শয়তান এসে মনে খারাপ প্ররোচনা দেবে, পাপকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ জোগাবে, তখন লজ্জাশীলতার গুণ তোমার পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

নারী যখন লজ্জাশীলতার গুণ ছেড়ে দেয়, তখন তার কোনো পাহারাদার থাকে না। ফলে চারপাশের পুরুষরা লাল দাগ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশের সাহস পায়। আস্তে আস্তে পুরুষের কামনার দৃষ্টি একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে। একসময় ওই নারীও পরপুরুষের মায়াজালে আটকে যায়। সব হারানোর পর সে সংবিৎ ফিরে পায়। কিন্তু ততক্ষণে যা শেষ হবার ছিল, তা হয়ে গেছে।

৭. জান্নাত

দুনিয়াতে যারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করবে, পরকালে তারা জান্নাতের অধিকারী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[৭৬] হাকিম, ৫৮; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৩৩১; আলবানি, সহীহুল জামি', ৩২০০, সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। আর এটাই চূড়ান্ত সফলতা।"[৭৭]

তুমিই তো সেই নারী, তাকওয়া অবলম্বন করলে যে জান্নাতী হুরদের থেকেও সুন্দরী হবে। তুমিই তো সেই নারী, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা কারুকার্যময় প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন জান্নাতে। প্রাসাদের নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। এ ঝরনা যে দিকে বয়ে গেছে, তার দুপাশে জন্ম নিয়েছে মনোহর গাছপালা। জান্নাতে রয়েছে দেহসজ্জার চোখধাঁধানো পোশাক। ওখানে এত এত আনন্দের উপকরণ জমা আছে, যা কোনো মানুষ কল্পনাও করেনি!

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"অতঃপর কোনো ব্যক্তিই জানে না, তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে চোখজুড়ানো কী কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"[৭৮]

বোন আমার, তুমি কি সেই জান্নাতকে ভুলে গেলে? তুমি কি জান্নাতের হুরদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নারীটিকে হারিয়ে দিতে চাও না? এসো, তোমাকে পথ দেখিয়ে দিই। তুমি তো জানো, জান্নাতের হুররা গাইবে :

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدْ ۝ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسْ،

وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطْ، ۝ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ

"আমরাই তো অনন্তকাল থাকব, শেষ হয়ে যাব না। আমরাই তো সুখী, দুঃখ-কষ্টের শিকার হব না। আমরাই তো সন্তুষ্ট, রেগে যাব না। সে কতই না সৌভাগ্যবান—যে আমাদের জন্যে আর আমরা যার জন্যে।"[৭৯]

---

[৭৭] সূরা নিসা, ০৪ : ১৩।

[৭৮] সূরা সাজদা, ৩২ : ১৭।

[৭৯] মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৩৯২; আলবানি, যঈফুত তিরমিযি, ২৫৬৪, দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা একবার নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জান্নাতী নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, দুনিয়ার নারীরা উত্তম নাকি হুরেরা?' নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'দুনিয়ার নারীরা হুরদের দেয়ে উত্তম। যেমন কাপড়ের বাইরের দিকটি ভিতরের দিক থেকে উত্তম।' উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন?' তিনি বললেন, 'তাদের সালাত, সাওম ও অন্যান্য ইবাদাতের কারণে; যা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে।'[৮০]

আল্লাহভীতির গুণ দিয়ে তুমি হুরদের চেয়েও মর্যাদাবান হতে পারবে। দুনিয়ার জীবনে তুমি যদি আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরো, তবে আখিরাতে এর জন্যে উঁচু আসনে সমাসীন হবে। হুরদের চেয়েও বেশি সম্মান পাবে আল্লাহর কাছে। এমনকি জান্নাতে পৌঁছোবার সময় তুমি ওদের চেয়েও সুন্দরী হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ

"সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা-রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে, তাদের চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মতো। তারা না প্রস্রাব করবে, আর না পায়খানা। তাদের থুথু ফেলারও প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক থেকে কফও বের হবে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের তৈরি। তাদের ঘাম হবে মিশকের মতো সুগন্ধময়। তাদের ছাইদানি বা আগরদানি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের।"[৮১]

এ তো সেই জান্নাত, যেটা রহমানুর রাহীমের আতিথেয়তার ঘর। যে ঘরের একটি ইট রুপার আরেক ইট সোনার। জমিনটা সুগন্ধি মিশকের। পাথরগুলো

[৮০] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/১২২, একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।
[৮১] বুখারি, ৩৩২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মণি-মুক্তোখচিত। এখানে বিচরণশীল মেঘমালা ভিন্নধর্মী। সে মেঘমালা এমন কিছু বর্ষণ করে, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। জান্নাতী খেজুর গাছের কাণ্ড হবে সবুজ পান্নার। মূলসমূহ হবে লাল সোনার। ফলমূল হবে কলসি ও বালতির মতো বড়ো বড়ো, রঙ হবে দুধের চেয়েও সাদা। মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি এবং মাখনের চেয়ে অধিক নরম। তাতে কোনো বীচি থাকবে না।[৮২]

জান্নাতে নেই কোনো ভয়, নেই দুঃখ। নেই কোনো ঘুম, নেই অলসতা। এমনকি সামান্য পরিমাণ বিরক্তিও নেই। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি তাতে চিরজীবন লাভ করবে, কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। সে তাতে সুখ-শান্তি লাভ করবে, দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না। তার পোশাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনও ফুরিয়ে যাবে না।'

এরপর সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের অবকাঠামো কী ধরনের হবে?' জবাবে তিনি বললেন, 'একটি ইট হলো সোনার, আর অপরটি রুপার। তার প্লাস্টার হলো মিশকের, মাটি হলো জাফরান এবং কঙ্কর হলো মুক্তা ও ইয়াকুত (নীলকান্ত মণি)।'[৮৩]

বোন আমার, তুমি কি এই জান্নাতে যেতে চাও না?

তবে দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য করো। তা হলে বিনিময় হিসেবে আখিরাতে জান্নাত পাবে। মনে রেখো, হিজাব পরিধান করাটা আল্লাহর আনুগত্যেরই অংশ। তুমি যে আল্লাহর ইবাদাতগুজার বান্দা, হিজাব তার পরিচায়ক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[৮৪]

---

[৮২] মুনযিরি, আত-তারগীব, ৬/২৯৫, হাসান।
[৮৩] তিরমিযি, ২৫২৬; আহমাদ, ৮০৪৩, সহীহ।
[৮৪] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর আনুগত্যে নিজের মাথা নুইয়ে দিলে তুমি শুধু আখিরাতেই জান্নাতের অধিকারী হবে, ব্যাপারটা এমন নয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি পদে পদে জান্নাতীসুখ অনুভব করবে। তোমার রব বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে—সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী—আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।"[৮৫]

বোন আমার, এখনও সতর্ক হবে না? দুনিয়ার সামান্য সুখের জন্যে কতটা অস্থির থাকো। অথচ আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখের জন্যে কোনো পদক্ষেপই নিতে চাও না। এ তোমার কেমন গাফিলতি? তোমার জীবনটা কি সত্যিকারের মুসলিমের জীবন?

মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও ইসলামের ছাপ নেই। নেই ঈমানের কোনো নিশান। এরপরও আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে চাও? প্রতিটা ক্ষণে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করো। আল্লাহর দেওয়া পর্দার বিধানকে পাশ কাটিয়ে চলো। এটাই কি তোমার ঈমানের নমুনা? এই ঈমান দিয়েই জান্নাত কিনে নিতে চাও?

ভুল। তোমার হিসেব পুরোপুরিই ভুল। এখনও সময় আছে, সতর্ক হও। জান্নাতে যাবার বাহন তোমার দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে, ওকে ফিরিয়ে দিয়ো না।

---

[৮৫] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিদায়কথন

আমি হিজাব। এতক্ষণ তোমার সাথে কথা বললাম জাকারিয়া মাসুদের কলম দিয়ে। কিছু উপদেশ দিয়ে গেলাম বড়ো বোনের মতো। এখন তো যাবার সময় হয়ে এল। কিন্তু তোমার মূল্যবান মতামতটা জানা হলো না। তুমি কবে থেকে জীবনের দামি সিদ্ধান্তটি নিতে যাচ্ছ? কবে তুমি বেপর্দার পোশাক ছেড়ে প্রকৃত হিজাব ধরবে? পবিত্রতার রঙতুলি দিয়ে কবে থেকে ঈমানি নিশান আঁকা শুরু করবে?

সঠিক পোশাক পরার সিদ্ধান্তটি এখনই নিয়ে নাও। কিয়ামাতের ময়দানে সব মানুষের সামনে লজ্জিত হওয়া থেকে সতর্ক হয়ে যাও। খারাপ সঙ্গ বর্জন করো। যারা তোমার থেকে হিজাব কেড়ে নিতে চায়, হিদায়াত ও সফলতার পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়, দূরে সরে যাও তাদের থেকে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার মুলা দেখিয়ে ওরা তোমায় সর্বস্বান্ত করে দিতে চায়। অদেখাকে দেখানোর অ্যাড দিয়ে ভোগ্যপণ্য বানাতে চায় তোমায়।

বোন আমার, যৌবনের সৌন্দর্যকে বাজারের পণ্য বানিয়ো না। এটা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত। আল্লাহর কসম করে বলছি, একদিন এ যৌবন ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে দেহের অপরূপ সৌন্দর্য। শুধু থেকে যাবে তোমার আমলনামা।

মৃত্যু একদিন হঠাৎ করেই চলে আসবে। তোমার নিথর দেহটা বিছানা থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে মাটিতে। জ্যান্ত মানুষ থেকে তুমি হয়ে যাবে নিশ্চল লাশ। সুগন্ধির পরিবর্তে তোমার শরীরে লাগানো হবে কর্পূর। শরীরের সুন্দর জামাটা টেনে-হিঁচড়ে খুলে ফেলা হবে। পরিয়ে দেওয়া হবে কাফনের কাপড়। ধবধবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাদা পোশাকে মুড়িয়ে দেওয়া হবে পুরো দেহ। যে পোশাকের কোনো স্টাইল নেই, কারুকার্য নেই। এরপর তোমার লাশ সামনে রেখে জানাযার সালাত পড়বে এলাকাবাসী। তারপর খাটিয়াতে করে নিয়ে যাওয়া হবে গোরস্তানে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি ছেড়ে এক অজানা অন্ধকারে ঠাঁই হবে তোমার।

আজ হোক বা কাল, পর্দা তো তোমাকে করতেই হবে। মৃত্যুর পর ঠিকই পুরো দেহ আবৃত করে দেওয়া হবে কাফনের কাপড় দিয়ে। তখন তোমার কিছু বলার থাকবে না। কিছু করার থাকবে না। ইচ্ছে না করলেও সাদা হিজাব গায়ে দিয়েই দুনিয়া ছাড়তে হবে। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে ওই অনিচ্ছাকৃত হিজাবের কোনো মূল্য আছে?

বোন আমার, আমার কথাগুলো পড়ে কী ফায়দা হবে, যদি একে বাস্তব রূপ না দাও! তুমি যদি ইসলামের পথে চলার দৃঢ় পদক্ষেপ না নাও, তবে এই আলাপের কোনো মূল্য আছে? তোমাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বৃথা হয়ে যাবে, যদি নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন না হও।

তুমি যখন ভুলটা জেনেও ফিরে আসতে চাও না, তখন আমার খুব বেশি কষ্ট লাগে। তুমিই তো সমাজের অর্ধেক। তোমার মাধ্যমে বাকি অর্ধেক সংশোধিত হবে। তুমি তাদেরকে অতল গহ্বরে ফেলে দিয়ো না। জেনে রাখো, পবিত্র পথের শুরুটা কষ্টকর মনে হতে পারে। কিন্তু সফর শুরু করলে সবকিছু প্রশান্তিকর হয়ে যায়। এরপর তো শুধু আল্লাহ আর ফেরেশতাদের সাহায্য... একেবারে জান্নাত পর্যন্ত।

তুমি যোগ দাও সেই কাফেলায়, যা নোঙর করবে দিগন্ত-বিস্তৃত জান্নাতে। আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুত্তাকিরা তোমার প্রত্যাবর্তন-প্রত্যাশী। তোমার নামটা মহান রবের আঙিনায় জ্বলজ্বল করতে থাকুক। শেষ পরিণতিটা সুখকর হোক। প্রশান্তিময় হোক। জীবনের শেষপাতাটা ফুরোনোর আগেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি নিয়ে নাও বোন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজাব শুধু একটা জামা না। এটা একটা জীবন-পদ্ধতি। যে নারী এটা পরবে, সে তার আদর্শিক পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরবে। প্রত্যেক মুসলিম মেয়েকে চেনা যায় তার সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব দিয়ে। লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্র দিয়ে। আর এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে হিজাবের মাধ্যমে। পর্দানশীন মেয়েরা এই বার্তা দিয়ে যায় যে, তারা অন্যদের থেকে আলাদা। চিন্তা-চেতনা, চাল-চলন, রুচি ও মননে তারা অনেক উঁচু মাপের। সম্ভ্রান্ত। তাদের জীবনযাত্রা মানুষের জন্যে অনুসরণীয়, অনুকরণীয়।

হিজাবকে পাঠানো হয়েছে আসমানের ওপর থেকে। সে তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তোমার ঈমানি সত্তার পরিচয় বহনকারী। এটা একটা আদর্শিক পরিচয়। তুমি কোন জীবন-দর্শন অনুসারে চলো, তার পরিচয়বাহক। তুমি যে মুসলিম নারী, তার প্রকাশ ঘটে হিজাবের মাধ্যমে। হিজাব তোমার পরিচয়।

"হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

(সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯)

সমর্পণ প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com